CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 June, 2023 ■ আগরতলা ১৭ জুন, ২০২৩ ইং ■ ১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে এলেন জে পি নাড্ডা, আজ জনসভা শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। শুক্রবার রাতেই রাজ্যে আসলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। রাত নয়টা নাগাদ আগরতলা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডঃ মানিক সাহা, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শনিবার তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার স্কুল ময়দানে জনসমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্র করে দলের তরফ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকালে তিনি দুজন প্রবীণ ব্যক্তিত্বের বাড়িতে গিয়ে জনসম্পর্ক অভিযানে সামিল হবেন। তারপর যাবেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে। শান্তিরবাজার স্কুল ময়দানে জনসমাবেশে বক্তব্য রাখবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সর্বভারতীয় সভাপতি রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে দলীয় তরফে রাজ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয় বছর কার্যকাল পূর্ণ উপলক্ষে দলের তরফ থেকে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিজেপির শাসনকালে বিগত নয় বছরে যেসব উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যেই দলের তরফ থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে দলীয় সমাবেশকে সার্থক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুক্রবার রাতে এমবিবি বিমানবন্দরে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি প্রদেশ সভাপতি।

রাজ্যে বিজেপি সরকার জনপ্রিয় নয়, দাবি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। বিজেপি সরকার জনপ্রিয় নয়। যদি জনপ্রিয় হত তাহলে এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে কম করেও ৪৫ শতাংশ ভোট পেত। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার বর্তমান সরকারকে বাইচান্স সরকার বলে কটাক্ষ করে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববমা।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৯ বছরের শাসন কালে উন্নয়নের প্রচার করতে জে পি নাড্ডাকে ত্রিপুরায় স্বাগত জানাবে বিজেপি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৯ বছরের শাসন কালে ত্রিপুরার কোনো উন্নয়ন হয়নি। শুধু বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৮ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরায় উন্নয়ন হয়েছে রাজ্যে এখনো ১০ লক্ষাধিক জনগণ পানীয় জলের সমস্যা ভুগছেন এবং পাহাড়ী অঞ্চলে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা হয়ে রয়েছে।

তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের বর্তমান সরকার হল বাইচান্স সরকার। বাইচান্স সরকার দিয়ে কিছু হয়না। বিজেপি সরকার জনপ্রিয় নয়। এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছে। যদি বিজেপি সরকার জনপ্রিয় হতো তাহলে কম করেও ৪৫ শতাংশ ভোট পেত তাঁরা।

এদিন তিনি বলেন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও কোনো বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক নিয়োগ নেই।তাঁর কটাক্ষ, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের বিদ্যালয়গুলি ভর্তি ফী হিসেবে ১০০০ টাকা সংগ্রহ করে সরকার জনগণের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। তিনি সরকারের কাছে প্রশ্ন করেছেন এখনো পর্যন্ত কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি কেন।

সোনামুড়ায় নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। পুকুরের জলে ভাসমান বস্তার ভেতর থেকে নবজাতকের মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে তুলল কুকুর। সোনামুড়া থানাধীন তেলকাজলা বানিয়াচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের বরডেপায় এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মেলাঘর থানার পুলিশ।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সোনামুড়া থানাধীন তেলকাজলা বানিয়াচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার পরিত্যক্ত পুকুরে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে নবজাতক শিশুকে গর্তে চাপা দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার সকালে একটি কুকুর বস্তাটি মুখে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজনদের নজরে পরে। সাথে সাথে স্থানীয় মানুষ মেলাঘর পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই নবজাতক শিশুটি ছয়মাসের পুত্র সন্তান ছিল। মেলাঘর পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝড়-বৃষ্টিতে রাজ্যের পাঁচ জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তছনছ ৩১৪টি বাড়িঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/কল্যাণপুর, ১৬ জুন।। দুইদিনের ঝড় বৃষ্টিতে ত্রিপুরায় পাঁচ জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং গোমতী জেলায় ২৫টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৭৮টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ২১১টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপম করা হচ্ছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে, ১৫ জুন প্রচন্ড ঝড় এবং বৃষ্টিতে ধলাই জেলায় কমলপুরে ৭টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৩৭টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গণ্ডাছড়ায় ২৯টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৪২টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়ায় মারাত্মকভাবে ২টি বাড়ি, আংশিক ৪টি বাড়ি, গোমতী জেলায় অমরপুরে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি বাড়ি, মারাত্মকভাবে ২১টি এবং আংশিকভাবে ৪১টি বাড়ি, করবুকে মারাত্মকভাবে ৫টি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০টি বাড়ি।

আজ ১৬ জুন উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগরে প্রচন্ড ঝড় ও বৃষ্টিতে মারাত্মকভাবে ২টি বাড়ি এবং আংশিকভাবে ১৯টি বাড়ি ও ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি বাড়ি, মারাত্মকভাবে ১২টি বাড়ি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৮টি বাড়ি। তাতে দেখা যাচ্ছে, সারা ত্রিপুরায় পাঁচ জেলায় ৩১৪টি বাড়ি ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

দমকা হাওয়া এবং বৃষ্টির কারণে ভেঙে পড়লো কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। আবহাওয়ার অবাক করা পরিবর্তন। বৈশাখে কালবৈশাখী নেই জ্যৈষ্ঠর শেষ তারিখে ঝড়ো বাতাস আর সাথে বৃষ্টি। আর এতেই টালমাটাল কল্যাণপুরের বিদ্যুৎ পরিষেবা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে সংবাদ লেখা অব্দি বিদ্যুৎহীন কল্যাণপুরের পাঁচটি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার। রাত থেকেই বিভিন্ন পরিবাহী লাইনে গাছ ও বাঁশ পরার ফলে ত্রুটি দেখা দেয় ৩৩ কে ভির যে দুটো লাইন দিয়ে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ আসে সেগুলো তে। মূলত কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ আসে তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়ি সাব স্টেশন থেকে।

কিন্তু নিগম সূত্রে জানানো হয় ওই ৩৩ কে ভির লাইনে মাইজভান্ডার এবং গামাইবাড়ি রিসার্ভ ফরেস্ট এলাকায় গাছ পরে লাইন বিকল হয়ে যায়। বিকল্প যে পথে খোয়াই এর ধলাবিল স্থিত ৩৩ কে ভি লাইন দিয়ে কল্যাণপুরে জরুরিকালীন সময়ে বিদ্যুৎ আসে ফল্ট দেখা দেয় ওই লাইন এও। এই লাইনের লালটিলা, গোপালনগর ইত্যাদি এলাকায় গাছ পরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। কল্যাণপুরে যে পাঁচটি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার এর মাধ্যমে ভোক্তা দের বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয় সেগুলো তে অসংখ্য গাছ ও বাঁশ পরে পরিবাহী তার ছিড়ে যায়। বেশ কিছু বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটিও পরে যায়।

বিদ্যুৎ পরিষেবা অচল থাকায় কল্যাণপুরে পানীয় জল সরবরাহ ও বন্ধ হয়ে পরে। সাধারণ মানুষ নিজের মোবাইল ফোন টা পর্যন্ত চার্জ করতে পারছেন না। লাইনে ত্রুটি সারাই এর কাজে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিগমের কর্মীরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পাঁচটি ফিডারের মধ্যে কয়েকটি ফিডার এতো লম্বা এবং রাবার বাগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাবার ফলে সমস্যার সৃষ্টি করছে। নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার নীহার রঞ্জন দাস এবং দুই ম্যানেজার স্মরজিৎ রিয়াং ও সুমন দেবনাথ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন।

বেলা সারে এগারোটার সময়ে ধলাবিল এর ৩৩ কে ভি ফিডার এবং বেলা দুই টা নাগাদ গামাইবাড়ি ফিডার চালু করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে কল্যাণপুর বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড, পুড়ে ছাই ১৬টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ১৬টি দোকান। প্রাথমিক ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কল্যানপুর থানাধীন ইয়াক্রাই বাজারে ওই ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কল্যাণপুর দমকল বাহিনী। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দমকলকর্মী।

ঘটনার বিবরনে জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কল্যানপুর থানাধীন ইয়াক্রাই বাজারে ১৬টি দোকানে আগুন লাগার খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে কল্যাণপুর দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। এলাকাবাসী ও দমকল কর্মী দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে।

বোধজং স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে শুরু স্মার্ট ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে শুক্রবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে স্মার্ট ক্লাস। বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে উদ্বোধন হলেন প্রাইমারি সেকশন। স্মার্ট ক্লাস ও অত্যাধুনিক ল্যাব সহ আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

শুক্রবার স্মার্ট ক্লাস উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে শিক্ষা অধিকর্তা সহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজিব ভট্টাচার্য। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন রাজ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার স্মার্ট ক্লাস চালু করা সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ৩৪টি স্থানে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে বলে তিনি জানান। স্মার্ট ক্লাস ব্যবস্থা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বদলের ইঙ্গিত, দৌঁড়ে সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। লক্ষ্য ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে নতুন করে ঘর গুছিয়ে মাঠে নামতে চাইছে জাতীয় রাজনৈতিক দল প্রদেশ কংগ্রেস। সূত্রের খবর সভাপতি বদলের মধ্য দিয়ে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে নতুন কৌশল নিচ্ছে দিল্লির নেতৃত্ব। পোস্ট অফিস চৌমুহনী প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে এখন এই নিয়ে চর্চা চলছে।

বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ সিনহা অসুস্থ থাকায় আশিষ সাহাই বকলমে দলের কার্যক্রম চালাচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। যদিও আশিষবাবুর নেতৃত্বে এখনো পর্যন্ত বড়সড় আন্দোলনে নামেনি প্রদেশ কংগ্রেস।

সূত্রটি আরও জানাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বদল নিয়ে দিল্লিতে কয়েকপ্রস্ত মিটিং হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ রায় বর্মন। যদিও মণিপুরের ঘটনায় সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস দলের হয়ে তাকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছিল দিল্লির নেতৃত্ব। সেই থেকে তিনি দিল্লির নেতৃত্বের কাছে অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছেন। এছাড়া বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করা এবং মাঠে নামানোর ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছেন তাতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও রিপোর্ট জমা পড়েছে। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য কংগ্রেসের বড় ভূমিকায় থাকছেন তিনি। অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেসে সভাপতির দৌঁড়ে সুদীপ রায় বর্মন প্রথম সারিতে রয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

এছাড়াও উঠে আসছে আরও একটি নাম যা তারই শিষ্য আশীষ কুমার সাহা। জানা গেছে বিরজিৎ সুস্থ হয়ে রাজ্যে ফিরলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। রাজনৈতিক মহলেও এ নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গেছে। লোকসভা ভোটের আগে নতুন করে দলকে সাজাতে চাইছে দিল্লি। এই ইঙ্গিত দিয়ে দলীয় কর্মীদের মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস।

এদিকে, জনমনে প্রশ্ন উঠছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪.৮ তীব্রতায় ভূমিকম্পে কাঁপল ত্রিপুরা অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। সকালে অফিসের দরজা খুলতেই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা, অসম, মণিপুর ও মিজোরাম। সকাল ১০টা ১৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তার তীব্রতা ৪.৮ রেকর্ড করা হয়েছে। তবে, ভূমিকম্প অনুভূত হলেও ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর এখনো মিলেনি।

বিমানবন্দর স্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বাংলাদেশের সিলেট জেলায় গোপালগঞ্জে ভূপৃষ্ট থেকে ৭০ কিমি গভীরে ছিল ওই ভূমিকম্পের উতত্তিস্থল। স্বাভাবিকভাবেই, অসমের বদরপুর, করিমগঞ্জ জেলায় কম্পন বেশি অনুভব হয়েছে।

বাংলাদেশে ওই ভূমিকম্পে সিলেট জেলা ছাড়াও ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে কম্পন অনুভব হয়েছে। তবে, সেখানেও ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর এখনো মিলেনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রবণ রাজ্য হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। ভূ-কম্পন হলেই মানুষ ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আজকের ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তীব্রতা বিশেষ ছিল না। তাই, ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেনি।

পাচারকালে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর হাতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ আটক বনমালীপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। বনমালীপুর বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে মূল্যবান বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ সহ বেশ কিছু সামগ্রী পাচারের সময় মন্ত্রীর হাতেই আটক হয়েছে গাড়ি। বৈধ কাগজপত্র না পেয়ে ওই গাড়ি আটক করার নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। পাশাপাশি দপ্তরের অধিকর্তাদের ঘটনার সঠিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, কিছুদিন পূর্বে বনমালীপুর বিদ্যুৎ দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে অপরিষ্কার দেখে কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন দপ্তরকে পরিষ্কার রাখার জন্য। তখন তিনি জানতে পারেন জনৈক ঠিকেদার কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাঁর বিভিন্ন সরঞ্জাম মজুত করে রেখেছে। সাথে সাথে তিনি দপ্তরের অধিকর্তাদের ওই ঠিকেদারের সরঞ্জাম অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। গত দুই দিন ধরে ওই ঠিকেদার গাড়ি করে জিনিস পত্র অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গোপন সূত্রে মন্ত্রীর কাছে খবর আসে জনৈক ঠিকেদারের সরঞ্জামের সাথে বিদ্যুৎ দপ্তরের মুল্যবান যন্ত্রাংশ সহ বিভিন্ন সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে। ওই সংবাদের ভিত্তিতে বনমালীপুর বিদ্যুৎ দপ্তর গিয়ে চুরি আটকালেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন নিগমের এমডি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ঠিকেদারের কাছ থেকে বৈধ নথিপত্র চাওয়া হলে তিনি কিছুই দেখাতে পারেননি। তাই গাড়ি আটক করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি দপ্তরের অধিকর্তাদের ঘটনার সঠিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

ছৈলেংটায় রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। এস কে পাড়া থেকে ছৈলেংটা এবং ময়নামা রাস্তাটি নির্মাণের কাজে মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ মিলেছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এস কে পাড়া থেকে ছৈলেংটা এবং ময়নামা রাস্তাটি নির্মাণের কাজে চলেছে চরম দুর্নীতি।

২ কোটি ৬৩ লাখ ৫ হাজার ২৩২ টাকার এই কাজটি পেয়েছেন রাজীব প্রসাদ নামে ঠিকাদার। দীর্ঘ ২৫ বছর পর বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনগনের দাবীকে মাথায় রেখে ৪৯ নং বিধানসভার সম্ভুলাল চাকমা এই কাজটি মঞ্জুর করে আনেন। কিন্তু বিজেপিকে বদনাম করার জন্য গয়নামার কিছু নেতাদের ম্যানেজ করে কাজ করে যাচ্ছেন একেবারে নিম্নমানের। রাস্তাটিতে যে মেটেলিং দেওয়া হচ্ছে তা একেবারে নিম্নমানের। পুরোনো রাস্তার উপরেই কংক্রিট ফেলে দিয়েই মেটেলিং করে যাচ্ছেন।

মেটেলিংটিও সমান হয়নি। তাছাড়া মেটলিংটি হওয়ার কথা ছিলো ৩ ইঞ্চি। সেই জায়গায় ২ ইঞ্চির মেটেলিংও হয়নি। শুধু তাই নয়, রাস্তার মধ্যে যে কালভার্ট হওয়ার কথা ছিলো সেখাও সম্পূর্ন নিম্নমানের কাজ করেছে। যতটুকু সিমেন্ট ব্যবহার করার কথা ছিলো, তার থেকে ৩০ শতাংশও ব্যবহার হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে, এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা যাতে সেখানে গিয়ে সরেজমিনে কাজের মান খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অন্যথায় আন্দোলন গড়ে তুলবে এলাকার লোকজন।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৪৩ ▫ ১৭ জুন ২০২৩ইং ▫ ১ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিরোধী ঐক্যে ফাটলের আশঙ্কা !

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিরোধীদের গলার কাঁটা হইয়া উঠিয়াছ। এই সুযোগে সঠিকভাবে কাজে লাগাইবান চেষ্টা শুরু করিয়া দিয়াছে শাসক দল বিজেপি।২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ করিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার বহু প্রতীক্ষিত এই ‘সংস্কার’কে একেবারে মোক্ষম চালের মতো ব্যবহার করিয়াছে বিজেপি। ইউসিসি ইস্যু হিসাবে উঠিয়া আসিতেই বিরোধী শিবিরে ফাটল ধরিবারর সম্ভাবনা তৈরি হইয়াছে। এই ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইতে পারে বিরোধী শিবির।

কেন্দ্রীয় আইন কমিশনের একটি সার্কুলারে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়া মতামত জানিতে চাওয়া হইয়াছে। আর সেটাই এখন জাতীয় রাজনীতির মূল ইস্যু। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়া ইতিমধ্যেই সরব হইয়াছে কংগ্রেস। কংগ্রেস শিবিরের বক্তব্য, মূল ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে হঠাৎ ইস্যু করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে কেন্দ্র। একটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যপূরণ আইন কমিশনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শুধু কংগ্রেস এক নয়, দেওয়ানি বিধি নিয়ে কেন্দ্র যে নতুন করিয়া চেষ্টা শুরু করিয়াছে সেটার বিরোধিতা করিয়াছে তৃণমূল, জেডিইউ, আরজেডি, বামদলগুলিও। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করিয়াছেন, মোদি সরকার কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করিতে পারেনি, তাই মরিয়া হইয়া ২০২৪-এর আগে বিভাজনের রাজনীতি উসকে দিতে চাইছে। কিন্তু সমস্যা হইল, এসবের মধ্যে বিরোধী শিবিরে ভিন্নমত আছে। যেমন মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী উদ্ধব ঠাকরে বরাবর অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সমর্থক। তিনি আবারও সেটার সমর্থনই করিবেন। বিরোধী শিবিরের অন্যতম বড় শক্তি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিও সমর্থক। তাহাদের পক্ষেও এর বিরোধিতা করা কঠিন কাজ হইবে। বিরোধীদের বৈঠকের আগে তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই বিরোধীদের চিন্তার কারণ। পাটনায় বিরোধীদের ওই বৈঠকে একের বিরুদ্ধে এক ফর্মুলায় প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আলোচনা হইবে। সেই সঙ্গে আলোচনাসূচিতে উঠিয়া আসিতে পারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও। সেখানে ঐক্যমত না হইতে পারিলে, আগামী দিনে বিরোধীদের ঐক্যে চিড় ধরাইতে পারে এই অভিন্ন দেওয়ানী বিধি।'

সংবিধান ও আইনের অধীনে হিংসাকারীদের স্থায়ীভাবে নীরব করা হবে : রাজ্যপাল

ভাঙড়, ১৬ জুন (হি.স.): সংবিধান ও আইনের অধীনে হিংসাকারীদের স্থায়ীভাবে নীরব করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে গিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন, 'আমি হিংসার শিকার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। দেশের সংবিধান ও আইনের অধীনে হিংসাকারীদের স্থায়ীভাবে নীরব করা হবে, যাতে বাংলার শান্তিকামী মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের শুরু থেকেই অশান্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ভাঙড় পৌঁছন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। কাঁঠালিয়া, বিজয়গঞ্জ বাজারে গিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। রাজ্যপালকে মনোনয়নের শেষ দিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনান স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার বিজয়গঞ্জ বাজারেই অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন রাজ্যপাল। বিজয়গঞ্জ বাজার ঘুরে দেখার পর ভাঙড়ে ২ নং বিডিও অফিসে পৌঁছন রাজ্যপাল। কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। ভাঙড় ১নং ব্লক অফিসেও যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে করে রাজ্যপাল বলেন, 'দেশের সংবিধান ও আইনের অধীনে হিংসাকারীদের স্থায়ীভাবে নীরব করা হবে, যাতে বাংলার শান্তিকামী মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।'

মানব সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হল কৃষি, হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত জি-২০ কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠকে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠকে জি-২০ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। শুক্রবার জি-২০ কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষি হল মানব সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। সুতরাং, কৃষিমন্ত্রী হিসেবে আপনাদের কাজ শুধুমাত্র অর্থনীতির একটি সেক্টর পরিচালনা করা নয়, মানবতার ভবিষ্যতের জন্য আপনাদের কাঁধে একটি বড় দায়িত্ব।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বব্যাপী কৃষি ২.৫ বিলিয়ন মানুষের জন্য জীবিকা সরবরাহ করে। দক্ষিণ গোলার্ধে কৃষি জিডিপির প্রায় ৩০ শতাংশ এবং চাকরির ৬০ শতাংশের বেশি। কিন্তু এখন এই সেক্টরটি বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন - সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চ্যালেঞ্জগুলি দক্ষিণ গোলার্ধের (গ্লোবাল সাউথ) দ্বারা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়।'

অমিত মালব্যর টুইটের বিরুদ্ধে সরব ফিরহাদ

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্যর টুইটের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ফিরাহাদ বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে না পেরে ব্যক্তিগত কুৎসা করে পায়ের নীচে মাটি পাওয়ার চেষ্টা চলছে।''প্রসগত, গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি চলাকালীন ‘চোর, চোর’ স্লোগান দেওয়া হয় বলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্যর টুইট। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অভিষেক সেই চিৎকার শুনে গাড়ি থেকে নেমে এলে পালিয়ে যায় ওই স্লোগানদাতারা। অমিত মালব্য তাঁর টুইটে লেখেন, ‘বাংলার সুপার সিএমকে চোর বলে ডাকছে একজন (যদিও এটা প্রথমবার নয়)। এরপরই তিনি গাড়ি থেকে নেমে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে ছুটে যান।'

যা নিয়ে এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, “যারা নিজেরা চোর হয়, তাদের সকলকেই চোর বলে মনে হয়। রাজনৈতিকভাবে লড়াই হোক না, ব্যক্তি কুৎসা কেন? টোন টিটকিরি কেন? আমার কাজের থেকে বেশি ভাল কাজ তুমি করো। মানুষ তোমাকে সমর্থন করবে। টোন টিটকিরি করে কী লাভ? আমার একটা জায়গায় সংগঠন আছে, ১০-২০টা ছেলে আছে। কাউকে অপমান করতে পারি, চোর বলতে পারি। যখন তোমার নেতারা আমার এলাকায় আসবে, আমার তো সর্বত্র সংগঠন, তাহলে তো বেরোতে পারবে না রাস্তায়।”

একইসঙ্গে অভিষেকের গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রতিবাদের পক্ষেও ফিরহাদ বলেন, “অন্যায় সবসময় মেনে নেওয়া যায় না। আজও তো কোনও কেস বিচার বিভাগ শাস্তি দেয়নি। শুধু কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে বদনাম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কেন চোর হতে যাব আমরা? মানুষের কাজ করতে এলে চোর বলবে? আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চাদের অপমান করা হবে? কীসের চোর আমরা? যে চোর আইন শাস্তি দেবে। আগে থেকে বলার অধিকার কে দিয়েছে?”

মুদ্রাস্ফীতি শোষণের কার্যকর হাতিয়ার

সুদ খাওয়া পাপ মনে করে সঞ্চয়পত্র না কিনে টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখছেন যারা, ধরা যাক ৫ বছর ধরে এক লাখ টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখলেন, পঞ্চম বছরের শেষে দেখবেন ওই এক লাখ টাকা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ৫১ হাজারের সমান হয়ে গেছে। শিশির ভট্টাচার্য্য

প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক বা না হোক, পুঁজিবাদী সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য, কীভাবে, কোন ফিকিরে আপনার-আমার পকেটের টাকা ওরা এগারো জনের পকেটে নেওয়া যায়। অর্থনীতিবিদদের সাফাই হচ্ছে, এভাবে তাদের পকেটে মূলধন গঠিত হবে এবং ওই মূলধন পুনরায় বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়া মানে পণ্যের বিক্রি বাড়া এবং তার ফলে আখেরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমস্যা হচ্ছে, ওরা এগারো জনের পকেটস্থ টাকার খুব কমই বিনিয়োগ হয়, বেশিরভাগ বিদেশ পাচার হয়ে কানাডায় বেগমপাড়া, দুবাইতে মাইট্যা শেখপাড়া গড়ে ওঠে।

এই অপকর্মের খুবই কার্যকর এক অপ-হাতিয়ার মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি সমাজের বেশিরভাগ লোকের শ্রেফ ক্ষতিই করে। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ কমে যায়। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু কষ্টে সংসার চালাতে গিয়ে মানুষ খামোকা দুশ্চিন্তায় ভোগে, সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে ও আখেরে কী কী ক্ষতি হয় ব্যক্তি ও সমাজের তা গবেষণার বিষয়।

কিনস সাহেব নিদান দিয়েছেন, বড়সড় কোনো যুদ্ধের পর সরকারকে যেকোনো ছুঁতায়, কোনো একটা অজুহাত বের করে ব্যয় বাড়াতে হবে, সে অবকাঠামো নির্মাণই হোক, কিংবা হোক অস্ত্রনির্মাণ। ব্যয় বাড়াতে হলে টাকা ছাপতে হবে। কতটা ব্যয় বাড়াতে হবে, কত টাকার বেশি ছাপা যাবে না? এই দুই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সরকারগুলো এই প্রশ্ন আদৌ করে কিনা সন্দেহ।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ এই পাঁচ বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকার উপরোক্ত কিনসীয় নিদান মেনে চলেনি। মার্কিন সরকার তার ব্যয় ৭৫ কমিয়ে এনেছিল এবং দ্রব্যমূল্যের ওপর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল। এ ধরনের বাজেট-কর্তন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিনসের হিসাবমতো বিপজ্জনক হবার কথা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি সংকোচিত হওয়া দূরে থাকুক বরং ফুলেফেঁপে উঠেছিল। ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে ডলারকে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের ‘সবেধন রিজার্ভমানি’ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে কাজ হচ্ছিল না, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা দিনকে দিন তার মূল্য হারাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের যে দাম নির্ধারণ করেছিল, আউন্সপ্রতি ৩৫ ডলার, বাজারে স্বর্ণের মূল্য তার চেয়ে বাড়তে শুরু করল। ডলার থেকে শুরু করে সব মুদ্রারই দাম কমছিল, বেশি মুদ্রা ছাপানোর কারণে। মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিল, রিজার্ভে জমা থাকা কিছু স্বর্ণ তারা বাজারে বিক্রি করে দেবে। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা ভেবেছিলেন, এর ফলে বাজারে স্বর্ণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণের দাম কমে আসবে।

তাই করা হয়েছিল এবং কয়েক মাস পর্যন্ত স্বর্ণের দাম নিম্নমুখী ছিল বটে। ডলার শুধু নয়, ফ্রাঁ, মার্ক, ইয়েন সব মুদ্রারই দাম কিন্তু কমছিল। সুতরাং ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশও চাইল, তাদের রিজার্ভ স্বর্ণ বাজারে ছেড়ে দিতে। কিন্তু তাদের স্বর্ণ তো জমা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের ভল্টে। একাধিক দেশ ওই স্বর্ণ ফেরত চাইল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি শার্ল দ্য গল ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত নিয়ে আসতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন নিউ ইয়র্কে। ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জার্মানিও তার স্বর্ণ ফেরত পেতে চাইল।

এর ফলে প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণের রিজার্ভ কমে আসছিল এবং দ্বিতীয়ত, বাজারে স্বর্ণ বিক্রি করেও স্বর্ণের দাম কমানো যাচ্ছিল না। ১ আউন্স স্বর্ণের দাম ৩৫ ডলারের বেশি হওয়া মানেই ডলারের দাম কম--- এ তথ্যে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। যাদের কাছে ডলার, ফ্রাঁ বা মার্ক ছিল, তারা কাগজের ডলারের ওপর বিশ্বাস রাখতে না পেরে স্বর্ণ কেনার দিকে ঝুঁকছিল। এর ফলে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্বর্ণের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়ে ডলারের দাম কমাতে হয়েছিল।

বর্তমানেও স্বর্ণের দাম উর্ধ্বমুখী। এবারও কি মার্কিন সরকার ডলারের দরপতন ঘটাবে?

এটা অনেকটা, ‘খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে’— অর্থনীতির যুগান্তরের সেই বিখ্যাত সূত্র। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে এই স্বতঃসিদ্ধের কথা আমরা জানি, কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই প্রবণতার কথা বলেছিলেন, নিকট অতীতে বলেছিলেন থমাস গ্রেশাম (১৫১৯-১৫৭৯), অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে যা ‘গ্রেশামের সূত্র’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। এটি মূলত মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতার প্রতিফলন। আপনি যদি নিশ্চিত জানেন যে কোনো মুদ্রা আসলেই খারাপ, অর্থাৎ মুদ্রাটি দ্রুত তার ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে কিংবা ধরা যাক, অনতিবিলম্বে এই মুদ্রা তার সব মূল্য হারাবে, তখন সেই মুদ্রা দিয়ে আপনি যা সামনে পাবেন, তাই কিনবেন, ডলার, স্বর্ণ ইত্যাদি পেলে তো ভালোই, না পেলে আপনি জমি কিনবেন, জমি না পেলে নারকেল কিংবা মিষ্টি কুমড়া হলেও কিনবেন, যতক্ষণ সুযোগ থাকবে।

‘সকলি গরল ভেল!’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভেঙে গেল। ১৯৭১ সালের ১৫ অগাস্ট, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণমানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এই তারিখ থেকে স্বর্ণ এবং ডলারের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার সর্বশেষ সূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে, পণ্য ও পুঁজির বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে আইএমএফ ডলারের সঙ্গে দেশীয় মুদ্রা এবং দেশীয় মুদ্রাগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণ করে আসছে। ফিয়াট মানির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে মার্কিন রাজনীতিতে এবং বিশ্বের রাজনীতিতেও। গৃহায়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কী পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন, তার ওপর এক সময় নির্বাচনে হার-জিত নির্ভর করত। ১৯৭১ সালের মধ্য অগাস্টের পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা, সে ডেমোক্র্যাট হোক বা রিপাবলিকান, ফিয়াট মানির ব্ল্যাংক চেক পেয়ে গেছেন। তখন থেকে অর্থনীতির অমোঘ সব নিয়ম মানার কোনো দায় তাদের আর নেই। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনো ইতরবিশেষ থাকে বলে মনে হয় না। ১৯৭১ সাল থেকে প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে সরকারি ব্যয় বছর বছর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি সামাল দিতে ছাপানো হয়েছে যাচ্ছেতাই পরিমাণ ডলার এবং একই সঙ্গে কমেছে ডলারের দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যত মত পার্থক্যই থাক, দুটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতের পাক্কা মিল রয়েছে: ১. ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ২. ডলারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হলে সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপিয়েছিল।

যেহেতু স্বর্ণ রিজার্ভ রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছামতো ডলার ছাপাতে পারে এই আশায় যে ডলার যেহেতু বাকি পৃথিবীর রিজার্ভ মানি, সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোনো না কোনোভাবে ডলারের মূল্যহ্রাস তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দেবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কারণ ডলারের ওপরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে: ‘ইন গড উই ট্রাস্ট!’

প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দিচ্ছে কোনো ঈশ্বর নয়, তৃতীয় ও অনুন্নত বিশ্বের কোটি কোটি জনগণ। এর কারণ, তারাই সবচেয়ে গরিব। যারা যত বেশি গরিব, তারা পিরামিডের তত বেশি নিচে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদেরওপরেই সব চাপ গিয়ে পড়ছে। তৃতীয় বিশ্ব দিনকে দিন গরিব হচ্ছে, কারণ তারা নিজেদের শ্রম চুরি হতে দিয়ে ডলারের মূল্য সমুন্নত রেখেছে।

এটা ঠিক যে উন্নত দেশগুলো তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। উন্নত দেশের মুদ্রার বাৎসরিক স্টক টু ফ্লো গড়ে ৫ শতাংশ , সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ভাগ। কোনো কোনো অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশের বাৎসরিক গড় স্টক টু ফ্লো অনেক ক্ষেত্রে দশকের ঘর পার হয়ে শতকের ঘরেও চলে যায়, যদিও তাদের অর্থনীতি উন্নত দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে সংকুচিত। অনুন্নত দেশের মুদ্রার দাম উন্নত দেশের তুলনায় কম হবার এটা একটা বড় কারণ।

মুদ্রাস্ফীতি অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের দুরারোগ্য রোগ বটে, কিন্তু আগে পরে এই রোগ থেকে উন্নত দেশও পুরোপুরি মুক্ত নয়। মুদ্রার পরিমাণ বছরে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়া খুব বেশি মনে না হতে পারে, কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ যদি এই হারেও বাড়তে থাকে, মাত্র কুড়ি বছরে কোনো দেশের মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা, যার মানে হচ্ছে, একই সময়ে ওই দেশের টাকার দামও অর্ধেক হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই স্বর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রৌপ্যমুদ্রা একদিন তার মুদ্রাত্ব হারিয়েছিল এবং এই মূল্যহীন রোপ্যমুদ্রাকে দীর্ঘকাল মুদ্রা হিসেবে বহাল রেখে চীন ও হিন্দুস্থানকে জ্ঞাতসারে শোষণ করেছিল ব্রিটিশরাজ।

স্বর্ণমুদ্রামানের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যার কথা কখনও শোনা যায়নি। চীনেও মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল, কাগজের মুদ্রার কারণে। আমাদের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা গুরুতর শুরু হয়েছে ঠিক তখন থেকে যখন থেকে ফিয়াট মানির যুগ শুরু হয়েছে। পাথর, পুঁতি, লবণ, ঝিনুক ইত্যাদি যখন মুদ্রা ছিল, তখনও মানুষ শোষিত হতো, কিন্তু ওই শোষণ অনুভূত হতে কিছুটা হলেও সময়ের প্রয়োজন হতো। রাই পাথর বা ঝিনুক তার মূল্য হারাতে কয়েক বছর বা কয়েক দশক সময় লেগেছিল, কারণ রাই পাথর বা ঝিনুক সংগ্রহ করা কমবেশি কষ্টকর ছিল। কাগজের ফিয়াট মানি ছাপানো এবং নকল করা এতই সহজ যে রাতারাতি এই মুদ্রা মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

করোনাভাইরাস বা প্লেগের চেয়ে ভয়ঙ্করতর মহামারী এই মুদ্রাস্ফীতি, যার কারণে একটি জনপদের শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সম্পদ ও সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই রোগের প্রাথমিক স্তরে মানুষ তার বিলাসদ্রব্যগুলো হারিয়ে ফেলে, তারপর এক সময় জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বস্তুগুলো সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। সম্পদ স্থানান্তরিত/ধ্বংস হওয়ার পর সংস্কৃতি ধ্বংস হতে দেরি হয় না। সম্পদ ও সংস্কৃতি-ধ্বংস সমান্তরালও হতে পারে। অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে, সংস্কৃতি তখন জানালা দিয়ে পালাতে পারে।

এমত পরিস্থিতিতে, নিজের মনে পুষে রাখা রাগ ঝাড়ার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা একটি বলির পাঁঠা খুঁজতে থাকে। ১৯২০-এর দশকে জার্মানির ভাইমার গণপ্রজাতন্ত্রে ইহুদিরা, বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দুরা কিংবা ভারতে মুসলমানেরা এই ধরনের বলির পাঁঠা বৈ নয়। ফ্রান্সে যখনই মুদ্রাস্ফীতি সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন মুসলমান/ আরব/অভিবাসী-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু কিংবা ভারত-বিদ্বেষ এবং ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গে এই দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। মুদ্রাস্ফীতি যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়, সমাজও তখন বর্বরতার চরমে পৌঁছে যায়। ‘আমার এ চোখ পাথর তো নয়, তবু কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়!’ সুবীর নন্দীর গাওয়া গান। বাংলাদেশে বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার যদি হয় সরকারি হিসেব ৬, তবে বাস্তবে সেটা ১০-এর কাছাকাছি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে, বছরের প্রথমে সঞ্চয়পত্রে জমা রাখা ১ লক্ষ টাকা বছরের শেষে হয়ে যাবে ৯০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় বছরের শেষে ৮১,০০০, তৃতীয় বছরের শেষে ৭১,০০০০, চতুর্থ বছরের শেষে ৬১,০০০ এবং পঞ্চম বছরের শেষে ৫১,০০০ টাকায় দাঁড়াবে। না, না, ভয় পাবেন না, কাগজে কলমে ৫ম বছরের শেষে মূল ১,০০,০০০, ৫০,০০০ (সুদ) = ১,৫০,০০০ টাকার মতো আপনার পাওনা হবে আয়কর কাটার আগে। কিন্তু টাকার ক্রয়ক্ষমতার বিচারে আপনি প্রকৃতপক্ষে পাবেন ৫১,০০০ (আসল) (ধরা যাক) ২৯,০০০ (সুদ/লাভ) = ৮০,০০০ টাকা বা তারও কম। শুভমিতার গাওয়া একটা গান আছে: ‘যে ভাবেই তুমি সকাল দেখো, সূর্য কিন্তু একটাই।’ যে নামেই ডাকো, ‘লাভ’ কিংবা ‘সুদ’ এর কোনোটাই আপনি আসলে পাচ্ছেন না। সুদ খাওয়া পাপ মনে করে সঞ্চয়পত্র না কিনে টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখছেন যারা, ধরা যাক ৫ বছর ধরে এক লাখ টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখলেন, পঞ্চম বছরের শেষে দেখবেন ওই এক লাখ টাকা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ৫১ হাজারের সমান হয়ে গেছে। ইসলামী বা বাণিজ্যিক যেকোনো ব্যাংক ব্যবস্থাতেই জমা রাখেন না কেন, আপনি টাকা হারাচ্ছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকে সুদ নিলেও আপনার কোনো গুনাহ হবার কথা নয়, কারণ সুদ খাবেন কী, আসলই তো আপনার মুখ থেকে ফসকে যাচ্ছে।

“নন্দিত কিংবা নিন্দিত” সিরাজুল আলম খান

সৌমিত জয়দ্বীপ

গত সংখ্যার পর।। ছয়. ষাটের দশকের সিরাজুল আলম খান অনিবার্য নন্দিত নায়ক বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে। কিন্তু, স্বাধীন স্বদেশে তাঁর যখন আরও বড় জননায়ক হয়ে ওঠার অতলান্ত সম্ভাবনা, তখন তিনি ভূমিকা নিলেন প্রতিনায়কের। পট-পরিবর্তনের রাজনৈতিক খেলায় যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন স্বদেশ নতুন করে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করার কথা ছিল। এ রাষ্ট্রটি হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক, আকাঙ্ক্ষাটি এমনই ছিল। ছাত্রলীগের সমাজতন্ত্র-মনস্ক ধারাটি আরও মরিয়া হয়ে উঠল তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে প্রণীত হলো ১৫ দফা। এসবের মধ্যে ছিল: ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থা, জাতীয় সরকার, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, প্রদেশভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন, নির্বাচিত জেলা ও উপজেলা পরিষদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, নির্দলীয় রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা, উভয় কক্ষের সমন্বয়ে সংসদীয় কমিটি, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল, সাংবিধানিক আদালত, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল, স্থায়ী বিচার বিভাগ কাউন্সিল, দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ইত্যাদি। স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকার এসব দাবি তেমন আমলে আনলেন না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতম শিষ্যের দূরত্ব বাড়তে লাগল প্রতিনিয়ত। আরও পরে, এই দূরত্ব এক আদর্শিক আকাশচুম্বি দূরত্বে পরিণত হয়ে উঠল। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যাওবা ছাত্রলীগের দু'টি ধারা মিলেঝিলে ছিল, মাত্র ৭ মাসের মাথায়, ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের দুই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ভাঙন প্রকাশ্যে চলে এলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয় পক্ষেরই সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি। তিনি শেখ মণির অনুসারী ‘‘মুজিববাদী’’ ছাত্রলীগের সম্মেলনে গেলেন, পল্টনে নিমজ্জিত হলো ‘‘বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী’’ সিরাজের অনুসারী ছাত্রলীগের বঙ্গবন্ধুকে পাওয়ার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা। এর রেশ কাটতে না কাটতেই ভাঙন চূড়ান্ত রূপ নিয়ে নিল অক্টোবরে, যুবলীগ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায়, শেখ মণি ও মোস্তফা মহসিন মন্টুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হলো যুবলীগ, ১১ নভেম্বর ১৯৭২। এর আগেই ঘটনা পরিক্রমা বুঝতে পেরেই সম্ভবত, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে সদলবলে বঙ্গবন্ধুর পথ ছেড়ে সিরাজুল আলম খান নেপথ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক সমত্ববই। কিন্তু, বঙ্গবন্ধুর মতো প্রজ্ঞাবান নেতার তো ১৯৬৬ সালেই বুঝে ফেলার কথা যে, ছাত্রলীগে সিরাজরা সমাজতান্ত্রিক নতুন রাষ্ট্রই গড়তে চাইছেন, আওয়ামী লীগকেও সে পথেই নিয়ে যেতে চাইছেন। এতে তাঁর সায়ও ছিল। কথাটা আমরা সিরাজুল আলম খানের মুখেই শুনি।‘‘প্রতিনায়ক সিরাজুল আলম খান’’ গ্রন্থে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন:

'এ রকম আরও কয়েকবার গাড়িতে উনি আমাকে হলে নামিয়ে দিতেন। আমি তখন এস এম হলে থাকি। একদিন বললাম, মুজিব ভাই আমার একটা ইচ্ছা আছে, আওয়ামী লীগকে...

বল, বল?

গাড়িতে আমি সাধারণত সামনে বসতাম। উনি পেছনে, গাড়ি থামিয়ে বললেন, তুই পেছনে আয় তো? তারপর গাড়ি যাচ্ছে আবার। বললাম, আওয়ামী লীগকে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির মতো করলে কেমন হয়? লেবার পার্টি সম্পর্কে আমার যে ভালো ধারণা আছে, তা-ও না। কিছু একটা ধারণা ছিল। যে, এটা মানুষের উপকার করে, শ্রমিকশ্রেণির। বললেন, খুব ভালো, করতে পারবি? কর। কোনো অসুবিধা নাই। উনি আমাদের নিউক্লিয়াসের কোনো কিছু ঘুণাক্ষরেও জানেন না।

এই কথা হলো নারায়ণগঞ্জের মিটিংয়ের আগের দিন। তারপর তো উনি জেলে চলে গেলেন।'

শুধু ছাত্রদের মধ্যেই নয়, সিরাজের জনপ্রিয়তা ছিল শ্রমিকদের মাঝেও। গোপনে তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজটিও এগিয়ে নিচ্ছিলেন। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ঐক্য গড়ে স্বাধীনতার বীজমন্ত্রটি গভীরভাবে বোপন করে দেয়ার এ প্রকল্পটি খুব দারুণভাবে কাজে দিয়েছিল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। খুব স্বভাবতই সিরাজুল আলম খানরা সেদিকেই স্বাধীন রাষ্ট্র ও পার্টিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যখন দেখলেন, আর সম্ভব না, তখন নতুন পথ ধরলেন। আন্তঃপার্টি সংগ্রামের চেয়ে সরাসরিই নিজেদের বানানো কাল্ট ফিগারকে প্রশ্ন করাটা, তাঁর বিরোধিতা করাটাকে সহজ মনে করলেন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থীও দিল সদ্যগঠিত জাসদ। কী দুর্দমনীয় সাহস! এই সাহসই তো সে সময় জাসদের উত্থানকে আরও তীব্রবেগে তরান্বিত করেছে। তারপর গড়ে তুলেছে জাসদের গণবাহিনী। একদম টিপিক্যাল অ্যাডিক্যাল লাইন।

এরপর, ঘটনা পরিক্রমায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেই রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি। সিরাজুল আলম খান তাঁর আগেই ভারত গেছেন। কিন্তু, তাঁর পার্টিকে যথেষ্টই দায় দেয়া হয় নতুন রাষ্ট্রটিকে উত্তাল করার পেছনে। তবে, খোলা চোখে তাকালে, সরকারি দলকে চ্যালেঞ্জ করাটাই তো বিরোধী দলের কাজ। জাসদ সেটাই করেছে। অগাস্ট ট্র্যাজেডির পর ধেয়ে এলো নভেম্বর। ৩ নভেম্বর জেল হত্যা ও ৭ নভেম্বরের সিপাহীদের বিদ্রোহ। জাসদের কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে তাদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উত্থান-স্বপ্ন মুহূর্তেই নানা সমীকরণ মেলাতে না পেরে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। রাষ্ট্র ক্ষমতার পালাবদল বিপুলভাবে বদলে গেল। রাষ্ট্র নাগরিক রাজনীতিকদের হাত থেকে চলে গেল সামরিকবাহিনীর হাতে। এর সমস্ত দায় একবাক্যে দেয়া হয় জাসদকে এবং নেপথ্য পুরুষ হিসেবে সিরাজুল আলম খানকে। আর বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত ইন্টারপ্রিটেশনে তিনি হয়ে পড়েন তখন নিন্দিত পুরুষ কিংবা প্রতিবিপ্লবী। অথচ, এই “প্রতিবিপ্লব” ঘটানোর জন্য বিভিন্ন ফ্রন্টে যে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপ তৈরি হচ্ছিল, সে বিষয়ে তখনকার রাষ্ট্রনেতাদের ভূমিকাকে তলিয়ে দেখার অবকাশ আমরা বলতে গেলে নেইনি। শুধুই “ষড়যন্ত্র তত্ত্ব” দিয়ে বুঝতে চেয়েছি ঘটনা পরম্পরাকে এবং সেই তত্ত্বের আলোকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছি বিপুল ক্যারিশম্যাটিক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের অসামান্য সংগঠক সিরাজুল আলম খানকে।

সাত.

সিরাজুল আলম খানের অন্তরালে চলে যাওয়াটা মূলত তাঁর গুরু বঙ্গবন্ধুর চিরপ্রস্থানের পরপরই আরও বেশি ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই মাটির সবচেয়ে জনপ্রিয় জননায়ক, তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত সিংহশিখরে তিনি তখন। সে সময়ই সিরাজুল আলম খান বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে যে রাজনৈতিক পরিভ্রমণ তিনি শুরু করেছিলেন, এক দশকের মাথায় তিনি তাঁর উত্তু অবস্থার চূড়ান্ত পরীক্ষা নিতে নিজেই যেন নিজের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। এতো অল্প বয়সে এ বড় কঠিন এক সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর। কিন্তু, ওই যে সাহসটা তিনি যেমন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তেমনই পেয়েছিলেন তাঁর অনুসারী একঝাঁক বিপ্লব অন্তঃপ্রাণ তরুণের কাছেও। কিন্তু, গুরু-শিষ্যের সে দূরত্ব বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দু'জনকেই নিশ্চিহ্ন করে দিল, দুঃখ জনকভাবে। বঙ্গবন্ধুর করুণ পরিণতি বাংলাদেশকে ডানের দিকে নিয়ে গেল। অন্যদিকে, আরও র্যাডিক্যাল সিরাজের পরিণতি রাজনীতির অন্তিম যাত্রায় নিঃশেষিত হলো।

এই নিঃশেষ হওয়াটাতেও তাও কিছুটা প্রলেপ পড়ত, যদি ধূমকেতুর মতো আস্ফালন করে আবির্ভূত হওয়া তারুণ্যের সাহসী-সৌম্য জাসদ রাজনীতির ময়দানে সেই গৌরব ধরে রাখতে পারত। সেই জাসদ ''চিরতরে'' হারিয়ে গেল! রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু না থাকলেও, সেই হারানো গৌরব জাসদ আর কখনও ফিরে পাবে কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। পরে, জাসদ ভেঙে বাসদ (বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল) হয়েছে। সেই জাসদ ও বাসদও কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। জাসদের অনেকেই ক্ষমতাবানের সঙ্গে আপোষও করেছেন। তিনি জীবদ্দশাতেই এসব খাণ্ডবদাহন দেখে গেছেন। কিন্তু বরাবরের মতোই তিনি নিশ্চুপ ও নির্বিকার। হায় রাজনীতি, এক জীবনে কখনবা কী সুন্দর, কখনওবা কী নিষ্ঠুর!

তবুও আমরা জানি, মানুষ ঘুমালেও তার রাজনীতি কখনও ঘুমায় না। সিরাজুল আলম খান চিরঘুমে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর রাজনীতির কর্তৃ-মন ও কৃতি-মস্তিস্কের চিরঘুম বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্তত সম্ভব না। ব্যক্তি ও মতাদর্শভেদে ইন্টারপ্রেটেনশন ভিন্ন হতে পারে, তবে বাংলাদেশের জন্মগল্পে তিনি প্রাসঙ্গিক থেকে যাবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গরম আপাতত চলবে দক্ষিণবঙ্গে, ১৯-২১ জুন পরিস্থিতি বর্ষা অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বিরাজ করবে গরম, পশ্চিমের জেলাগুলিতে চলবে তাপপ্রবাহ। কোথাও কোথাও থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আরও কয়েকটি দিন এই গরমের দাপট সহ্য করতে হবে দক্ষিণবঙ্গকে। ১৮ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। ফলে এই সময়ের মধ্যে অস্বস্তি আরও বাড়বে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৮ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেও বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে ভ্যাপসা গরম থাকবে।

১৯-২১ জুনের মধ্যে পরিস্থিতি বর্ষা অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদরা আশা করছেন, আগামী ১৯-২১ জুনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু ঢুকতে পারে, দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ঢুকলেই বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

দক্ষিণবঙ্গ যখন গরমে পুড়ছে, তার ঠিক বিপরীত ছবি উত্তরবঙ্গে। সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। ১৯ জুন পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। আপাতত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের দু'এক জায়গায়। এ ছাড়াও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের কয়েকটি জায়গায়। ১৬ জুন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। ১৭ জুন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে। ১৮ জুন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে।

১৭ জুন জাতীয় জল পুরস্কার প্রদান করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শনিবার, ১৭ জুন নতুন দিল্লিতে চতুর্থ জাতীয় জল পুরস্কার প্রদান করবেন। ১১টি বিভাগে ৪১ জন পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করেছে জলশক্তি মন্ত্রক। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে একটি স্মারক, শংসাপত্র এবং নগদ টাকা। তাঁদের হাতেই পুরস্কার তুলে দেবেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল সমৃদ্ধ ভারত' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে জল সংরক্ষণে মানুষকে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ। জলের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে এবং জল ব্যবহারের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি গ্রহণ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস এটি।

বিপর্যয়-এর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত গুজরাট; আহত ২২ জন, ৯৪০টি গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্জিত

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় "বিপর্যয়"-এর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল গুজরাট। গুজরাটে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে আহত হয়েছেন ২২ জন। রাজ্যের মোট ৯৪০টি গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্জিত। গুজরাটের মোরবিতে প্রবল হাওয়ায় বৈদ্যুতিক তার ও খুঁটি ভেঙে গিয়েছে, যার ফলে মালিয়া তহসিলের ৪৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। ৯টি গ্রামে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ চালু হয়েছে, অবশিষ্ট গ্রামে বিদ্যুৎ চালুর কাজ শুরু হয়েছে। গুজরাটের নালিয়াতে উপড়ে পড়েছে অনেগুলি গাছ, এর ফলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মান্ডবিতে শুক্রবার সকালেও প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে। বিদ্যুৎ দফতর জানিয়েছে, শুধুমাত্র মোরবিতে প্রায় ৩০০টি বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। গুজরাটের কচ্ছতেও ঘূর্ণিঝড় "বিপরয়" তাণ্ডব চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় "বিপরয়"। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। শুক্রবার সকালে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় বিপরয় শুক্রবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ নালিয়া থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, দক্ষিণ রাজস্থানে একটি নিম্নচাপে পরিণত হবে সেটি।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশ; তীব্রতা ৪.৫, কম্পন অনুভূত ভারতেও

ঢাকা, ১৬ জুন (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। শুক্রবার (১৬ জুলাই) সকাল ১০.৪৬ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। হালকা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের গোলাপগঞ্জে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫।প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পে কোনও ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে রাজধানী ঢাকা ছাড়াও সিলেট বিভাগের কয়েকটি জেলা থেকে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সকালের দিকে অনুভূত এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। অসমের গুয়াহাটি-সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৮।

ইম্ফলে আর কে রঞ্জনের বাড়িতে পেট্রোল বোমা হামলা, উদ্বেগ প্রকাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

ইম্ফল, ১৬ জুন (হি.স.): শান্তি ফিরছেই না মণিপুরে, এবার মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে রঞ্জন সিংয়ের বাড়িয়ে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করল এক দল দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইম্ফলের কংবায় কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী আর কে রঞ্জন সিংয়ের বাসভবনে একদল দুষ্কৃতী পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

কর্মসূত্রে এই মুহূর্তে কেরলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে রঞ্জন সিং। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমি বর্তমানে অফিসিয়াল কাজে কেরলে আছি। সৌভাগ্যক্রমে, আমার ইম্ফলের বাড়িতে গতকাল রাতের ঘটনায় কেউ আহত হননি। দুর্বৃত্তরা পেট্রোল বোমা নিয়ে এসে আমার বাড়ির নিচতলা ও প্রথম তলার ক্ষতিসাধন করেছে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমার নিজের রাজ্যে যা ঘটছে তা দেখে খুবই খারাপ লাগছে। আমি এখনও শান্তির জন্য আবেদন চালিয়ে যাব। যারা এই ধরনের হিংসায় লিপ্ত তাঁরা একেবারেই অমানবিক।'

কানাডায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১৫, আহত ১০

ওটোয়া, ১৬ জুন (হি.স.) : কানাডায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়স্ক ছিলেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ম্যানিটোবা প্রদেশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

উইনিপেগ থেকে ১৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে দক্ষিণ-পশ্চিম ম্যানিটোবার কারবেরি শহরের কাছে দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসের যাত্রীরা কারবেরির একটি ক্যাসিনোতে যাচ্ছিলেন।

ম্যানিটোবা রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ কমান্ডার সহকারী কমিশনার রব হিল বলেছেন, এই সংঘর্ষের কমপক্ষে ১৫ জনের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। এক টেলিভিশন সংবাদ সম্মেলনে হিল বলেছেন, এটি দুঃখজনক। ম্যানিটোবা এবং কানাডা জুড়ে এই দিনটি অবিশ্বাস্য দুঃখ হিসেবে স্মরণ করা হবে।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৪৩ মিনিটে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সসহ ১২টি অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য জরুরি যানবাহন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।

বাসটিতে প্রায় ২৫ জন ছিলেন। ১০ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ আরও জানায়, উভয় গাড়ির চালক জীবিত। দুর্ঘটনার জন্য কে দায়ী, তা বলতে অস্বীকার করেছে তারা।

টুইট বার্তায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, 'যারা আজ প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা। আহতরা আমার ভাবনায় আছেন। তারা যে ব্যথা অনুভব করছেন, তা আমি কল্পনা করতে পারছি না।'

মুর্শিদাবাদে খুন তৃণমূল নেতা; গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস কর্মীও, ১২ ঘণ্টা নবগ্রাম বনধের ডাক শাসক দলের

মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুন (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই অশান্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এবার মুর্শিদাবাদে খুন হলেন এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কংগ্রেস কর্মীও। দলীয় কর্মী খুনের প্রতিবাদে ১২ ঘন্টা বনধের ডাক দিয়েছে শাসক দল।

ভোট প্রচারে গিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছেন মুর্শিদাবাদের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মোজাম্মেল হক (৪২)। বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পাঁচগ্রামের হজ বিবি ডাঙা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃত নেতা সাহেবনগরের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে নবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্য দিকে, ওই একই এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী রমজান শেখের বাবাকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস কর্মীর নাম মাহরুল্লাহ শেখ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এই দুই ঘটনায় একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে তৃণমূল এবং কংগ্রেস। এলাকায় গুলি চলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পর্ব শেষে বাড়ি ফিরে ভোট প্রচারে বেরিয়েছিলেন সাহেবনগরের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মোজাম্মেল। মোজাম্মেলের প্রচার মিছিল হজ বিবি ডাঙা গ্রামে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। কিছু ক্ষণের মধ্যে শুরু হয় গণপিটুনি। পাল্টা প্রতিরোধ করলে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে পর পর দু'রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মোজাম্মেল। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভাঙড় থানার পাশে ভাঙা বাড়ি থেকে উদ্ধার তাজা বোমাভর্তি সাতটি ব্যাগ, নতুন করে চাঞ্চল্য

ভাঙড়, ১৬ জুন (হি.স.): শান্তি ফিরছেই না দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। এবার ভাঙড় থানার পাশে ভাঙা বাড়ি থেকে উদ্ধার হল তাজা বোমাভর্তি সাতটি ব্যাগ। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভাঙড়ে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বোমাভর্তি ওই সাতটি ব্যাগ প্রথমে এক গ্রামবাসীর নজরে আসে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাঙড় থানার পুলিশ। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য ইতিমধ্যেই সিআইডির বম্ব স্কোয়াডকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিনে অশান্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। ভাঙড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনেও উত্তেজনা ছড়ায়।

বিরোধীদের অভিযোগ, মনোনয়ন পর্বের শেষ দিনেও পুলিশের সামনেই অবাধে সন্ত্রাস চলে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত তিন জনের প্রাণ গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) কর্মী, অন্য দু'জন শাসক তৃণমূলের কর্মী বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, শুক্রবারই ভাঙড়ে গিয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বিজয়গঞ্জ বাজারে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বৃহস্পতিবার ওই এলাকাতেই অশান্তির ঘটনা ঘটে। এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। বিজয়গঞ্জ বাজার ঘুরে দেখার পর ভাঙড়ে ২ নং বিডিও অফিসে পৌঁছন রাজ্যপাল। কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে।

সন্তোষের স্থানে এলেন রত্নেশ সাদা, বিহারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন এই জেডি (ইউ) বিধায়ক

পাটনা, ১৬ জুন (হি.স.): সন্তোষ কুমার সুমনের স্থানে এলেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর বিধায়ক রত্নেশ সাদা। শুক্রবার বিহারের মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেছেন বিহারের সোনবারসা বিধানসভা কেন্দ্রের জেডি (ইউ) বিধায়ক রত্নেশ সাদা। রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রত্নেশকে শপথবাক্য পাঠ করান বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জুন বিহারের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (ধর্মনিরেপক্ষ)-র প্রেসিডেন্ট সন্তোষ কুমার সুমন। সন্তোষের ইস্তফার পর শুক্রবার নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন রত্নেশ সাদা। হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ)-র প্রধান জিতন রাম মাঁঝির ছেলে ডক্টর সন্তোষ কুমার সুমনের পদত্যাগের বিষয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এদিন বলেছেন, 'আমি পদত্যাগ করে তাঁকে (জিতন রাম) মুখ্যমন্ত্রী করেছি, তিনি এখন কী বলছেন তা সবাই জানে। সবাই জানত যে, তিনি বিজেপির মানুষজনের সঙ্গে দেখা করছেন এবং তারপর আমাদের কাছেও আসতেন। যখন আমি তাঁদের (জিতন রাম এবং সন্তোষ কুমার সুমন) বললাম, নিজেদের দলকে আমাদের সঙ্গে একীভূত করতে অথবা আলাদা করতে, তখন তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।'

বিড জমা দেওয়ার আগে বেশ কিছু নিয়ম চালু করল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৬ জুন (হি.স.): এখন থেকে ভারতীয় দলের মূল স্পনসরের জন্য বিড পেপার জমা দিতে গেলে কিছু নিয়ম চালু করল বিসিসিআই। এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিসিসিআই জানালো, বেটিং, ক্রিপ্টো, পর্ন, মদ- এই সংস্থাগুলি ভারতীয় দলের মূল স্পনসর হতে পারবে না।

রোহিত, কোহলিদের দলের প্রধান স্পনসরশিপের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিসিসিআই। এর আগে জাতীয় দলের স্পনসর ছিল বাইজুস। বাইজুসের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে গত ৩১ মার্চে। তবে এই দরপত্র আবেদনের ক্ষেত্রে বিসিসিআই কিছু শর্ত রেখেছে। তাতেই জানিয়ে দিয়েছে কোন সংস্থা আবেদন করতে পারবে না।

২০-২৫ জুন আমেরিকা ও মিশর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, দুই দেশে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): আগামী ২০-২৫ জুন আমেরিকা ও মিশর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর সম্পর্কে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী দফতর (পিএমও) জানিয়েছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি ডক্টর জিল বাইডেনের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদী আমেরিকা সফরে যাবেন। নিউইয়র্ক থেকে এই সফর শুরু হবে, সেখানে ২১ জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

পিএমও আরও জানিয়েছে, এরপর ২৩ জুন, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করবেন। শীর্ষস্থানীয় সিইও, পেশাদার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কয়েকটি কিউরেটেড ইন্টারঅ্যাকশন হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী পরবর্তীতে ২৪-২৫ জুন মিশরে রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য কায়রোতে যাবেন। মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর। এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম মিশর সফর।

ত্রিপুরা সরকার
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়
মাতাবাড়ী আর ডি ব্লক, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা।

মেমো নং ২০(৫)/বিডিও/এমটিবি/পিএমএওয়াই-জি/২০২২-২৩ তারিখ: ১৫/০৬/২০২৩ ইং

এতদ্বারা মাতাবাড়ী ব্লকের পি এম এ ওয়াই-জি (এনেক্সার-ডি) অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত নিম্নলিখিত সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিভিন্ন গ্রাম সভা এবং ব্লক থেকে তদন্তের সময় আপনাদের এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায় নি বা দীর্ঘদিন এলাকায় বসবাস করেন না / মৃত্যু জনিত কারনে পরিবারে আর কেও নেই / ঘর নিতে অনিচ্ছুক, অতএব আপনারা যদি পি এম এ ওয়াই-জি ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্র সহ মাতাবাড়ী ব্লকে অথবা নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। অন্যথায় উক্ত নাম গুলি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। নিম্নে সুবিধাভোগীর নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়া হল।

Sl.No	Block	Name of GP/Vc	Awass Plus ID	Name of Beneficiary
1	Matabari	Rajnagar GP	135943822	Ganga Priya Goswami
2	Matabari	Rajnagar GP	135479840	Sukumar Das
3	Matabari	Rajnagar GP	135901200	Uttam Kr Majumder
4	Matabari	Laxmipati GP	140538294	Rajmohan Das
5	Matabari	Khilpara	133601812	Rekha Rani Dey
6	Matabari	Khilpara	128383627	Milan Das
7	Matabari	Khilpara	122883642	Nokunja Bihari Roy
8	Matabari	Peratia VC	127070595	Vicktory Marak
9	Matabari	Dakshin Murapara GP	136199372	Kamala Rani Datta
10	Matabari	Purba Mogpushkarini VC	121699029	Ketani Bibi
11	Matabari	Uttar Maharani	127015164	Thandi Bibi
12	Matabari	Uttar Kalaban GP	120334054	Malabika Paul
13	Matabari	Khilpara	127711435	Parimal Shukla Das
14	Matabari	Khilpara	128376574	Namita Sarkar
15	Matabari	Khilpara	133225189	Litan Sutradhar
16	Matabari	Khilpara	124914901	Bhupal Majumder
17	Matabari	Holakhet GP	124888501	Rakesh Ghosh
18	Matabari	Indiranagar GP	135759811	Jyostna Rani Paul
19	Matabari	Indiranagar GP	136095049	Brajabala Sharma
20	Matabari	Indiranagar GP	135641205	Shika Shil Bhowmik
21	Matabari	Indiranagar GP	135922863	Ratna Chakraborty
22	Matabari	Indiranagar GP	133196993	Dipak Saha
23	Matabari	Adipur VC	133207647	Firoj Miah
24	Matabari	Purba Chandrapur RF VC	139543288	Biswajit Dibra
25	Matabari	Gamaria VC	136764316	Ananta Rani Jamatia
26	Matabari	Purba Mogpushkarini VC	127267673	Sanjit Kr Reang
27	Matabari	Purba Mogpushkarini VC	127266692	Birendra Reang
28	Matabari	Uttar Maharani	126724945	Joysree Das
29	Matabari	Dakshin Matabari GP	125798763	Mani Das
30	Matabari	Dakshin Matabari GP	140054899	Sumati Debnath
31	Matabari	Dakshin Maharani	136361979	Sukhe Swari Jamatia
32	Matabari	Uttar Chandrapur GP	126770551	Kalpana Shukla Das
33	Matabari	Uttar Chandrapur GP	122491962	Purnima Sarkar
34	Matabari	Uttar Chandrapur GP	120316607	Khuku Dey
35	Matabari	Uttar Chandrapur GP	121624083	Sima Chasa Deb
36	Matabari	Uttar Chandrapur GP	136100529	Jayanti Debnath
37	Matabari	Uttar Chandrapur GP	126775221	Jharna Sutradhar
38	Matabari	Uttar Chandrapur GP	135281693	Maru Saha
39	Matabari	Uttar Kalaban GP	125870590	Anjana Paul
40	Matabari	Khilpara	125474976	Abdul Ajiz
41	Matabari	Khilpara	125154266	Jayanta Das
42	Matabari	Khilpara	124886408	Anil Shil
43	Matabari	Chandrapur Village GP	139213335	Jagadish Debnath
44	Matabari	Chandrapur Village GP	137518721	Sushil Kr Baidya
45	Matabari	Chandrapur Village GP	136812757	Satindra Debnath
46	Matabari	Chandrapur Village GP	137295295	Rekha Rani Laskar
47	Matabari	Chandrapur Village GP	138121129	Jhutan Laskar
48	Matabari	Simsima GP	138355550	Dukhe Nama Das
49	Matabari	Fotamati GP	136115368	Minu Rani Sharma
50	Matabari	Fotamati GP	138354205	Kartik Lal Adhikari
51	Matabari	Fotamati GP	135267919	Chandana Saha
52	Matabari	Paschim Khilpara GP	137140540	Bhagabati Majumder
53	Matabari	Paschim Khilpara GP	119319656	Indrajit Shil
54	Matabari	Fulkumari GP	128408613	Dilip Das
55	Matabari	Jowalikhamar	122717943	Anjali Nama Pal
56	Matabari	Paschim Khilpara GP	137309951	Marani Bala Das
57	Matabari	Dakshin Maharani	136361979	Sukhe Swari Jamatia
58	Matabari	Matabari GP	149230078	Narayan Chandra Das
59	Matabari	Matabari GP	136988278	Nirmal Chandra Das
60	Matabari	Matabari GP	140102193	Khitish Das
61	Matabari	Matabari GP	136988575	Rita Sen
62	Matabari	Matabari GP	139290720	Sanjibani Das
63	Matabari	Matabari GP	128780923	Dipali Shil
64	Matabari	Matabari GP	139104188	Parimal Chandra
65	Matabari	Matabari GP	139689388	Khokan Majumder
66	Matabari	Fulkumari GP	133700541	Bushan Sarkar
67	Matabari	Fulkumari GP	140523726	Putul Rani Das
68	Matabari	Fulkumari GP	122937452	Bani Das
69	Matabari	Fulkumari GP	126929232	Mrinal Kanti Acharjee
70	Matabari	Fulkumari GP	127115817	Kajal Bhowmik Dutta
71	Matabari	Fulkumari GP	129022565	Kanan Sarkar
72	Matabari	Maharani GP	125794641	Tapash Ch Das
73	Matabari	Maharani GP	127190539	Nun Balance Das
74	Matabari	Maharani GP	148741361	Rina Rani Shil
75*	Matabari	Maharani GP	124258782	Rima Nama Sarkar
76	Matabari	Maharani GP	148741823	Usha Rani Chakraborty
77	Matabari	Maharani GP	123637729	Raju Bibi
78	Matabari	Maharani GP	130948348	Abul Hossen
79	Matabari	Maharani GP	122031391	Chumki Madraji Bhowmik
80	Matabari	Maharani GP	149956334	Subal Ch Das

ICA/D-413/23

15.06.2023
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
মাতাবাড়ী আর ডি ব্লক।

কাজের সন্ধান

আইবিপিএস পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ৮,৫৯৪ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৮,৫৯৪ কর্মী নিয়োগ হবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সহ দেশীয় আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে। অফিসার পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা নির্ণয়ের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে এবছরের আগস্ট মাসে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস) এই পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষার নাম 'কমন রিটেন এগ্জামিনেশন ফর রিক্রুটমেন্ট অফ অফিসার্স -স্কেল-ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টি পারপাস) ইন রিজিওন্যাল রুর্যাল ব্যাঙ্ক স্। পরীক্ষায় সফল হলে গ্রুপ-এ অফিসার —স্কেল-ওয়ান, স্কেল-টু ও স্কেল- থ্রি এবং গ্রুপ-বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং তখন নিয়োগ হবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৩টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। এই ৪৩টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো পশ্চিমবঙ্গ ও আসামেরও বেশ কিছু ব্যাঙ্ক রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থাকলেও সংযুক্তির কারনে তা এখন ৪৩-এ ঠেকেছে। অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হতেই হবে। এরপর হবে সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউ, গ্রুপ ডিসকাশন। এসবের জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থীদের ডাকা হবে। এতে সফল হলে তবেই চাকরি।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২১ জুন। এজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকা চাই। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অফিসার দুটি পদের জন্যই আলাদা আলাদা দরখাস্ত পূরণ করে আলাদা আলাদা ফি দিয়ে আবেদন করা যাবে। দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো (২০০ বাই ২৩০ পিক্সেলে ২০-৫০ কেবি সাইজে) ও সই —সাদা কাগজে কালো কালিতে করা (১৪০ বাই ৬০ পিক্সেলে ১০- ২০ কেবি সাইজে) স্ক্যান করে নেবেন। পরে তা আপলোড করতে হবে। নির্দিষ্ট ডিক্লারেশন এবং থাম্ব ইমপ্রেশনও স্ক্যান করে রাখতে হবে। এরপর অনলাইনে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করবেন। তখন পাবেন রেজিস্ট্রেশন ও পাসওয়ার্ড। এগুলি নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাবমিট হয়ে গেলে অনলাইন দরখাস্তের একটি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। সেটিকে কোথাও পাঠাবেন না। পরে কাজে লাগবে। আবেদনের নির্ধারিত ফি -এর টাকা অনলাইন/ অফলাইনেও দিতে পারেন। আবেদন করার ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক খরচও প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। অনলাইনে ফি দিতে চাইলে দরখাস্ত পূরণ করার সময় একটি নির্দিষ্ট কলামে তা উল্লেখ করতে হবে এবং পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করলে অনলাইনে ফি দেওয়ার নির্দেশ পাবেন। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে মাস্টার্স/ ভিসা ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিলে একটি ই-রিসিপ্ট পাবেন। এটির প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে কমন রিটেন এগজামিনেশন লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে ঘরে বসে অনলাইনেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ফটো, সই ইত্যাদি আপলোড করে দরখাস্ত সাবমিট করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন। কোনও অ্যাকনলেজমেন্ট পাবেন না, তাই সাবমিট করার পর দরখাস্তের একটা প্রিন্ট-আউটও নিয়ে রাখবেন। এই দরখাস্ত কোথাও পাঠাবেন না। অনলাইনে দরখাস্তের ফি ছাড়াও ব্যাঙ্ক চার্জ/ ট্রানজাকশন চার্জ লাগবে। পরীক্ষার কললেটার প্রার্থীদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হবে না। এঁদের ওয়েবসাইট থেকেই কললেটার ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিতে হবে।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান, সেখানকার স্থানীয় ভাষা যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে এবং ওই ভাষা মাধ্যমিক/ সমতুল স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। সারা দেশ জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার হলেও রাজ্যওয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিরিখে শূন্যপদের বিস্তারিত জানতে হলে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

অফিসার্স স্কেল-ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনোমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি— এর যে কোনও একটিতে গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কম্পিউটারের জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান, সেখানকার স্থানীয় ভাষা যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে এবং ওই ভাষা মাধ্যমিক/ সমতুল স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। সারা দেশ জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার হলেও রাজ্যওয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিরিখে শূন্যপদের বিস্তারিত জানতে হলে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। একই পরীক্ষার মাধ্যমে অফিসার স্কেল টু এগ্রিকালচার, মার্কেটিং অফিসার, ট্রেজারি অফিসার, ল্ অফিসার, সি.এ., ইনফরমেশন টেকনোলজি, জেনারেল ব্যাঙ্কিং এবং অফিসার স্কেল গ্রেড থ্রি পদের জন্যও নিয়োগ করা হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরায় ডেন্টাল কলেজে **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিডিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* মেডিকেল রিসার্চ জিপমার-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএসপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **স্পেশাল এডুকেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **সায়েন্টিস্ট-বি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিফেন্স-এ **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট দপ্তরে **ভিলেজ কমিউনিটি ওয়ার্কার, এমপিডব্লিও, আইটি স্টাফ, ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম শ্রেনি পাশ থেকে ডিগ্রি উত্তীর্ণ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সারা দেশের সমস্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমূহে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮,৫৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডিভোর্সী/বিধবা প্রার্থীদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় বিশেষ করে আগরতলাস্থিত একাধিক প্রাইভেট সেক্টরে **কুক, সেলস এক্সিকিউটিভ, টেকনেশিয়ান, ফিল্ড অফিসার ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আগরতলায় 'জব ফেয়ার'-এর মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে শুরু করে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, আগরতলায় সরাসরি 'জব ফেয়ার'-এ ইন্টারভিউ ২১ জুন।

* রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.বি-তে **জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন, ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ডেন্টাল কলেজ, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিডিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (জিপমার),**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএসপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **স্পেশাল এডুকেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট-বি (ডিআরডিও)**
শূন্যপদ ঃ ১৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (ডিফেন্স)**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ভিলেজ কমিউনিটি ওয়ার্কার, এমপিডব্লিও, আইটি স্টাফ, ... (ত্রিপুরা)**
শূন্যপদ ঃ ৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম শ্রেনি পাশ থেকে ডিগ্রি উত্তীর্ণ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (গ্রামীণ ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৮,৫৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডিভোর্সী/বিধবা প্রার্থীদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **কুক, সেলস এক্সিকিউটিভ, টেকনেশিয়ান, ফিল্ড অফিসার ... (ত্রিপুরা),**
আগরতলায় 'জব ফেয়ার'-এর মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে শুরু করে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর,
আগরতলায় সরাসরি 'জব ফেয়ার'-এ ইন্টারভিউ ২১ জুন।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৭৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট এন্ড ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--ooo--o--o--o

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ১০৩৩ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ২২ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ জুন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৭-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ই/ পিবি/ আর/ রিক্রুট/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ০১/ ২০২৩-২৪। তারিখ ২৩ মে, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — রাইপুর ডিভিশনের জন্যঃ ক্রমিক নং (১) ঃ ওয়েল্ডার (গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক), শূন্যপদ ১১৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৮টি। ইডব্লিওএস ১২টি, ওবিসি ৩২টি, এসসি'র জন্য ১৮টি, এসটি'র জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। ১২টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৫টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ টার্ণার, শূন্যপদ ৭৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩০টি। ইডব্লিওএস ৮টি, ওবিসি ২১টি, এসসি'র জন্য ১১টি, এসটি'র জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ১৯৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮০টি। ইডব্লিওএস ২০টি, ওবিসি ৫৩টি, এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৫টি পদ সংরক্ষিত। ২০টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ১৫৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬২টি। ইডব্লিওএস ১৫টি, ওবিসি ৪২টি, এসসি'র জন্য ২৩টি, এসটি'র জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত। ১৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। ইডব্লিওএস ১টি, ওবিসি ৩টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) , শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। ইডব্লিওএস ১টি, ওবিসি ৩টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ কোপা, শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। ইডব্লিওএস ১টি, ওবিসি ৩টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ হেলথ এন্ড সেনিটারি ইন্সপেক্টর, শূন্যপদ ১৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। ইডব্লিওএস ২টি, ওবিসি ৫টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ মেশিনিস্ট, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি। ইডব্লিওএস ৩টি, ওবিসি ৮টি, এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ মেকানিক ডিজেল, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি। ইডব্লিওএস ৩টি, ওবিসি ৮টি, এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ মেকানিক রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ার কন্টিশনার, শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি। ইডব্লিওএস ১টি, ওবিসি ৩টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১২) ঃ মেকানিক অটো ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি। ইডব্লিওএস ৩টি, ওবিসি ৮টি, এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে ওয়াগন রিপেয়ার শপ-এ ফিটার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, টার্ণার, ইলেকট্রিশিয়ান, কোপা, স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশদের আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে আই.বি দপ্তরে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই.বি-তে জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন, ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। মোট কথা, একমাত্র অনলাইনেই আবেদন করতে হবে। তবে প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য অনলাইনে এবং অফলাইনে দুটো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে। এমসিকিউ প্যাটার্ণের কম্পিউটার ভিত্তিক ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে অনলাইনে, পরে ৩০ নম্বরের স্কিল টেস্ট এবং শেষে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ৭৯৭ জন তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়। নিয়োগ হবে জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার পদে। জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিসেস, গ্রুপ-সি, নন্-গেজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল পদে। মোট শূন্যপদ ৭৯৭টি। যার মধ্যে এসসি'র জন্য ১১৯টি, এসটি'র জন্য ৫৯টি, ওবিসি'র জন্য ২১৫টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩২৫টি পদ অসংরক্ষিত। যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নির্দিষ্ট শাখায় ডিপ্লোমা অথবা, নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে ২৩-০৬-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এককথায়, এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। মূল মাইনে পে-ম্যাট্রিক্স লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা। এছাড়া, গ্রেড স্পেশাল সিকিউরিটি ভাতা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। বর্তমানে তা প্রদান করা হবে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ২৩ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৩ জুন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, স্বাক্ষর সহ ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ৫০ কেবির মধ্যে। ফাইল তৈরি রাখতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় দুই ঘন্টা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা। অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রেও পরীক্ষা দেওয়া যাবে। তবে ফর্ম ফিলাপের সময় তা সিলেক্ট করতে হবে। এককথায়, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, চালান নিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সমস্যা এড়ানো যায়। কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অফলাইনে ফি জমা দিতে হলে প্রয়োজনীয় চালান ডাউনলোড করবেন ওপরে বলা ওয়েবসাইট থেকেই। অনলাইনে আবেদন করার পর রেজিস্ট্রেশন শ্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা দরকার। না থাকলে নতুন করে নেবেন। অ্যাডমিট কার্ড এবং কললেটার সেই ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের পছন্দের ৩-৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রটির নাম উল্লেখ করে দেবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন আগরতলায়। অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রর নাম, কোড নম্বর সহ ইত্যাদি বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা, টায়ার-ওয়ান-এ সফল হলে টায়ার-টু এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

নবজোয়ারের শেষ দিনে এক মঞ্চে মমতা-অভিষেক

কাকদ্বীপ, ১৬ জুন (হি. স.) : শুক্রবার শেষ হচ্ছে তৃণমূলের জনসংযোগ যাত্রা। শেষ দিনে ফের এক মঞ্চে দেখা যাবে মমতা ও অভিষেককে।২৫ এপ্রিল শুরু হয়েছিল এই নবজোয়ার যাত্রা। কোচবিহার থেকে শুরু করে কাকদ্বীপে পৌঁছেছে সেই কর্মসূচি। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একেবারে আমজনতার কাছাকাছি পৌঁছতেই এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। দুর্নীতির দায়ে যখন শাসক দল কোণঠাসা, তখন নবজোয়ার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। এর আগে মালদা সেই কর্মসূচিতে অভিষেকের পাশে দেখা গিয়েছিল মমতাকে। পরে ঝাড়গ্রামেও এক মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে দেখা যায় তাঁদের। এছাড়া সিবিআই তলব করায় যখন কর্মসূচি ছেড়ে বাঁকুড়া থেকে রাতারাতি অভিষেককে ফিরতে হয়েছিল কলকাতায়, তখন তাঁর ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন দলনেত্রীই। তিনি বারবার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও অভিষেক এই যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। এবার শেষ দিনেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে থাকবেন মমতা।

দ্বীপরাষ্ট্র টোঙ্গার কাছে ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা নেই

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র টোঙ্গা। শুক্রবার টোঙ্গার কাছে রিখটার স্কেলে ৭.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৬৭ কিলোমিটার গভীরের এই ভূমিকম্পে কোনও সুনামি সতর্কতা নেই

ইউএসজিএস অনুসারে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল টোঙ্গার প্রায় ২৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৬৭ কিলোমিটার গভীরে।

মার্কিন সুনামি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা বলেছে, ভূমিকম্পের পর মার্কিন পশ্চিম উপকূল, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বা আলাস্কায় সুনামির কোনো হুমকি নেই। অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অব মেটিওরোলজিও জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় সুনামির কোনও হুমকি নেই।

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) প্রাথমিকভাবে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলের কাছে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে বলে রিপোর্ট করেছে।

ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার আগেই গুজরাটে মৃত ২; আহতের সংখ্যা ২৩, ৯৪০টি গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্জিত

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ''বিপর্যয়''-এর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল গুজরাট। গুজরাটে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে আহত হয়েছেন ২৩ জন। রাজ্যের মোট ৯৪০টি গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্জিত। গুজরাটের মোরবিতে প্রবল হাওয়ায় বৈদ্যুতিক তার ও খুঁটি ভেঙে গিয়েছে, যার ফলে মালিয়া তহসিলের ৪৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। ৯টি গ্রামে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ চালু হয়েছে, অবশিষ্ট গ্রামে বিদ্যুৎ চালুর কাজ শুরু হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) জানিয়েছে, গুজরাটে ঘূর্ণিঝড় ''বিপর্যয়'' আছড়ে পড়ার পর ২৩ জন আহত হয়েছেন ও ২৪টি পশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের আগেই দু''জন প্রাণ হারান।গুজরাটের নালিয়াতে উপড়ে পড়েছে অনেকগুলি গাছ, এর ফলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মান্ডবিতে শুক্রবার সকালেও প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে। বিদ্যুৎ দফতর জানিয়েছে, শুধুমাত্র মোরবিতে প্রায় ৩০০টি বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। গুজরাটের কচ্ছতেও ঘূর্ণিঝড় ''বিপর্যয়'' তাণ্ডব চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় ''বিপর্যয়''। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব চলে মধ্যরাত পর্য্যন্ত। এদিন সকাল থেকে গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ে এনডিআরএফ ও অন্যান্য টিম। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করেন।শুক্রবার সকালে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় বিপর্য্যয় শুক্রবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ নালিয়া থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, দক্ষিণ রাজস্থানে একটি নিম্নচাপে পরিণত হবে সেটি।

সালানপুরে সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, প্রতিবাদে ডেপুটেশন জমা

পূর্ব বর্ধমান, ১৬ জুন (হি.স.): মনোনয়ন দাখিল পর্ব শেষ, কিন্তু অশান্তি থামছে না। এবার সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে সালানপুরের বাসিন্দা সিপিএম প্রার্থী অশোক ব্যানার্জীর বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শুক্রবার সালানপুর থানা ও রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে একটি ডেপুটেশন জমা দেয় সিপিএম।

বৃহস্পতিবার রাতে সালানপুরের বাসিন্দা সিপিএম প্রার্থী অশোক ব্যানার্জীর অভিযোগ, এদিন রাত দশটা নাগাদ আচমকাই তাদের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট,পাথর ছুঁড়তে থাকে কয়েকজন তৃণমূলের দুষ্কৃতী। বাড়ির একপাশের জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে দুষ্কৃতীরা। প্রায় দশ-পনেরো মিনিট ধরে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চলতে থাকে। গোটা বাড়িতে জানলার ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে যায়। এমনটি শুক্রবার সকালে বাড়ি সামনেও ভাঙা ইটের টুকরো ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

অশোকবাবু জানিয়েছেন, এবছর তিনি রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিঠাকেয়ারি কেন্দ্র থেকেসিপিএম প্রার্থী হয়েছে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এলাকায় বিডিও অফিসের সামনেই রয়েছে সিপিএমের পার্টি অফিস। অবজারভার আসবেন বলে পার্টি অফিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল প্রশাসন। তাই পার্টি দিক দিয়ে মনোনয়নের কাজ বাড়ি থেকে করা হয়েছিল। এটা হয়ত তৃণমূলের গাত্রদহের কারণ হতে পারে।

অশোকবাবুর দিদি জানান, 'বাড়িতে রাতে খাওয়া দাওয়া করছিলাম। আচমকায় বাড়িতে ইটপাটকেল পড়ার শব্দ শুনতে পাই। বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গোটা রাত আতঙ্কে কাটিয়েছি।'

সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আরমান বলেন, 'অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা তাদের লক্ষ্য নয়। যদি তাই হতো, তাহলে তারা মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় বিরোধীদের হাতে ফুল জল তুলে দিতেন না। তারা সবসময় চেয়েছেন নির্বাচনকে ঘিরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক।' এদিকে শুক্রবার মীনাক্ষী মুখার্জি ও শিপ্রা মুখার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সালানপুর থানা ও রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে একটি ডেপুটেশন জমা দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

চোপড়ার ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২১৭ টি আসনের একটিতেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা

রায়গঞ্জ, ১৬ জুন (হি.স.): মনোনয়ন শেষ হতেই দেখা গেল চোপড়ার ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২১৭ টি আসনের একটিতেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। ফলত জয়ী শাসকদল। যদিও মনোনয়ন প্রত্যাহার পর্ব না মিটলে বিজয় উৎসবে রাজি নয় স্থানীয় নেতৃত্ব।

মনোনয়ন পেশ শেষ হতেই দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রার্থী দেয়নি বিরোধীরা। যদিও তাঁদের দাবি, দিতে দেওয়া হয়নি। যার জেরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হচ্ছে শাসকদল। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২১৭। জানা গিয়েছে, একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। একই অবস্থা পঞ্চায়েত সমিতিতেও। জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৩। এর মধ্যে জেলা পরিষদের ২ নম্বরে আসনে বিজেপির প্রার্থী শকুন্তলা সিংহ মনোনয়ন পেশ করেছেন। বাকি দুটি আসনে কোনও দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেননি। ৩ নম্বর আসনে তৃণমূলের বিধায়ক হামিদুর রহমানের ছেলে শাহ আলম প্রার্থী হয়েছিলেন। ফলত জিতে গিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে চোপড়া বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, ''দেখছি কী করা যায়।'' ইসলামপুরের মহকুমা শাসক আবদুল শাহিদ বলেন, হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আজকেও মনোনয়ন আছে। দেখছি শেষ পর্য্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হবে কি না।''

বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ আগেই অভিযোগ করেছিলেন যে, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা চোপড়া বিডিও অফিস ঘিরে রেখেছে। ফলে মনোনয়ন দেওয়া যাচ্ছে না। একই অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতাদের।

সিপিএমের আনারুল আনারুল হক বললেন, ''আমরা কোনও মনোনয়ন পত্র দাখিল করিনি, আর কেউ যাবেও না।'' তবে এখনই বিজয় উল্লাসে মাততে রাজি নন তৃণমূলের বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আজহারউদ্দিন। তিনি বলেন, ''আমরা নিয়ম মেনে স্কুটনি ও মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরই বিজয় উৎসব করব।''

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যুবকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে

কোচবিহার, ১৬ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ফুলকাদাবাড়িতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক ভারতীয় যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃত যুবকের নাম গৌতম বর্মণ (২৮)। শুক্রবার কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ নিহত যুবককে তার বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করে।

পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গৌতম বাড়ির কাছে মলত্যাগ করতে গেলে বিএসএফ তাকে আটক করে গুলি করে। পরে বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দেহ ফেলে দেওয়া হয়। নিহত যুবকের বাবা নিপেন বর্মণ জানান, গৌতম দীর্ঘদিন ধরে বাইরে কাজ করে। ভোট দিতে সাত দিন আগে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। তিনি টয়লেটে গিয়েছিলেন। এরপর রাত ১০টার দিকে গুলির শব্দ শোনা যায়। এরপর রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এদিন সকালে বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে তার ছেলের দেহ উদ্ধার করা হয়। বিএসএফের দাবি, গরু পাচারের সময় যুবকরা বিএসএফের ওপর হামলা চালায়।

ভারতের গণতন্ত্র ও নির্বাচনী ইতিহাসে কালো অধ্যায় : এস ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে পশ্চিবঙ্গে অশান্তি ও হিংসার ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করল বিজেপি। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরও সমালোচনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নকে ঘিরে উপর্যুপরি হিংসার ঘটনায় বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিতে এখন বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। রাজ্য সরকার ও পুলিশ যেভাবে কাজ করছে তা ভারতের গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়।'

হিংসা কবলিত ভাঙড়ে রাজ্যপাল

ভাঙড়, ১৬ জুন (হি.স.): পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পর্বের শুরু থেকেই অশান্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ভাঙড় পৌঁছলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বিজয়গঞ্জ বাজারে গিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। এর আগে, বৃহস্পতিবার রাতে মনোনয়ন ঘিরে অশান্তির ঘটনায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। রাজ্যের সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল লিখেছেন, "শয়তানের খেলা শেষ হওয়া উচিত। বন্ধ হবে। পশ্চিমবঙ্গে শেষের শুরু হবে।"

শুক্রবার ভাঙড়ে গিয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বিজয়গঞ্জ বাজারে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বৃহস্পতিবার ওই এলাকাতেই অশান্তির ঘটনা ঘটে। এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। বিজয়গঞ্জ বাজার ঘুরে দেখার পর ভাঙড়ে ২ নং বিডিও অফিসে পৌঁছন রাজ্যপাল। কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। ভাঙড় ১নং ব্লক অফিসেও যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

এদিকে, রাজ্যপালের ভাঙড় সফরকে 'সাধুবাদ' জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, "রাজ্যপাল যে ভাবে ভাঙড়ে গেলেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এই পদক্ষেপ শুভবার্তা দেয়। রাজ্যপালকে নিশ্চিত করতে হবে যে, বাংলায় নির্ভয়ে ভোটে অংশ নিতে পারবেন সকলে। তা না হলে, মানুষের আসল কাজ হবে না। সন্ত্রাসের বাংলা হয়ে গিয়েছে এখন।''

প্রবল বৃষ্টিতে ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন লাচুং-লাচেন রাস্তায়

সিকিম, ১৬ জুন (হি. স.) : ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমের পেগং এলাকায় ধস নেমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকালে ধস নেমে জাতীয় সড়কের দু'দিকেই পর্যটকরা আটকে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে সিকিমের প্রশাসনের তরফে। সেই সঙ্গে ধস নেমেছে সিকিমের একাধিক জায়গায়। লাচুং, লাচেন সহ একাধিক জায়গা কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রায় ২০০ জন যাত্রী এবং পর্যটক আটকে পড়েছেন ওই এলাকায়। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, ওই রাস্তার কতটা ক্ষতি হয়েছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তবে, এই মুহূর্তে ওই রাস্তা দিয়ে কোনও রকম যানবাহন চলাচল করা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তা পরিষ্কার করে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হরিদেবপুরে পুকুর থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : হরিদেবপুরের শিলপাড়া রামচন্দ্রপল্লি এলাকায় পুকুর থেকে এক চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শৈলেন কুণ্ডু। তিনি দাঁতের চিকিৎসক (৬০)। কিন্তু সেভাবে গত কয়েক বছরে তাঁর আয় ছিল না। ওই চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনা রহস্য দানা বেঁধেছে। আদৌ এটি খুন নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীয়ের সম্পর্ক ভাল ছিল না। মাঝেমধ্যেই বাড়িতে অশান্তি হত। প্রতিবেশীরাও সে কথা জানতেন। আদতে গত কয়েক বছরে ওই চিকিৎসকের আয় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। ফলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যায়। আর সেই অনটন নিয়েই স্ত্রী তাঁর সঙ্গে নিত্য অশান্তি করতেন বলে জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। এমনকি মারধরও করতেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে এলাকারই একটি পুকুরে দেহ ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে দূর থেকে তাঁরা বুঝতে না পারলেও, ভাল করে দেখে তাঁরা শনাক্ত করেন। পরে খবর দেওয়া হয় হরিদেবপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্ত্রীকে আটক করেছে।

পঞ্চায়েতে সমস্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছে না রাজ্য, কলকাতা হাইকোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা হাইকোর্টে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, পঞ্চায়েতে সমস্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছে না রাজ্য সরকার। আর তাই কলকাতা হাইকোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছে রাজ্য।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের জন্য রাজ্যের সবকটি জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবারের রায়ে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে কমিশনকে। নবনিযুক্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা জানান, "হাইকোর্ট যা নির্দেশ দিয়েছে তা কার্যকর করব।" এরই মধ্যে শুক্রবার সমস্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা হাইকোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে।

মালদহের রামকেলিতে প্রাচীন বৈষ্ণব মেলা শুরু, ৫০৯ বছরের পুরানো এই উৎসব

মালদহ, ১৬ জুন (হি.স.): মালদহের রামকেলিতে ৫০৯ বছরের প্রাচীন বৈষ্ণব মেলা শুক্রবার শুরু হয়েছে। চৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত এই রামকেলি ধামে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে এই মেলা বসে। কথিত আছে রামচন্দ্র মিথিলা যাওয়ার পথে এই রামকেলিতেই কালিন্দী নদীর তীরে আমের স্বাদ গ্রহণ করে অভিভূত হন। পরে চৈতন্য দেব ধর্মের প্রচারে মথুরা যাওয়ার পথে এই গ্রামে তিনদিন অবস্থান করেন। তাঁর এই আগমন উপলক্ষ্যে সেই থেকেই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এদিন রামকেলিতে মদনমোহন মন্দিরের সামনে থাকা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মূর্তিতে মালা পরিয়ে ও পরে সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়।শুক্রবার মেলার উদ্বোধন হতেই ভক্তদের ঢল নামে মেলা চত্বরে। এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। কথিত রয়েছে, তৎকালীন গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহর আমলে মন্ত্রিসভায় ছিলেন মহাবৈষ্ণব বলে পরিচিত রূপ ও সনাতন গোস্বামী। তাঁরাই ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলিতে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরা বৃন্দাবনের আদলে রামকেলিতে আটটি কুণ্ড বা পুকুরও খনন করেন এবং তাঁরা রামকেলিকে কার্যত বৃন্দাবনের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে রামকেলি 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলেও পরিচিতি লাভ করে। আর এই দুই মহাবৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করতে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন জৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে রামকেলিতে এসেছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তাঁদের এই মিলন হয়েছিল মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন কেলিকদম্ব ও তমাল গাছের তলে। মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতনের এই মিলন দিনকে ঘিরেই রামকেলিতে উৎসব বা মেলা হয়ে আসছে। এ বার ৫০৯ তম বছর।

চোপড়া-কাণ্ডে আদালতের দ্বারস্থ কংগ্রেস

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : চোপড়া-কাণ্ডে বহু প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। তাই দ্রুত শুনানির মাধ্যমে মনোনয়নের দিন বাড়ানো হোক। আদালতের দ্বারস্থ এবার কংগ্রেস। আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী শুক্রবার এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই দাবি তুলে আদালতের শরণাপন্ন রাজ্য কংগ্রেস।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিভগননম এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, যা অভিযোগ রয়েছে প্রথমে তা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। এরপর আদালত সব বিষয় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়। এদিন প্রধান বিচারপতি জানান, দ্রুত শুনানি করা এখনই সম্ভব নয়। সোমবার মামলার শুনানি হওয়ার কথা জানান তিনি। কৌস্তভ এজলাসে বলেন, পঞ্চায়েত সংক্রান্ত মামলা শুনানির তালিকায় রয়েছে। ওই মামলার সঙ্গে এই মামলা জুড়ে দেওয়া হোক। না হলে অনেকেই মনোনয়ন জমা দিতে পারবে না।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে চোপড়ায় বাম কংগ্রেসের মিছিলে গুলি চলে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন বেশকয়েক জন। এরপরই ছত্রভঙ্গ হয়ে বাম-কংগ্রেসের মিছিল। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ডায়মন্ড হারবারে মুখ্যমন্ত্রী মমত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, চোপড়ার ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। আমরা যাদের টিকিট দিইনি, তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। সিপিএমের দাবি, চোপড়ায় গুলিতে তাদের দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সন্ধ্যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনেও বামেদের বিক্ষোভ সভায় বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুও একই দাবি করেন। রাতে যদিও জানা যায় কোনও মৃত্যু হয়নি চোপড়ায়। তবে বেশকয়েক জন বিভিন্ন হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভর্তি ছিল।

পান্ডবেশ্বর ও লাউদোহায় একাধিক পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের

দুর্গাপুর, ১৬ জুন (হি. স.) মনোনয়নই দিতে পারেনি বিরোধী রাম বাম কোন দলই। আর তাতেই মনোনয়ন পর্ব মিটতেই কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় পান্ডবেশ্বর ও লাউদোহার একাধিক পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হল। এমনকি একাধিক আসনও জয়ী হয়েছে তৃণমূল। মনোনয়ন জমা দিতে বাধার অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। আবার সন্ত্রাসের অভিযোগে সরব বিজেপি।প্রসঙ্গত, আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। গতকালই মনোনয়ন পর্ব মিটেছে। এদিকে গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর রাজ্যে হিংসার ঘটনার নিরিখে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তার আগে রাজ্যে নতুন করে গেরুয়া ঝড় তুলতে মরিয়া বিজেপি জোর তৎপরতা শুরু করেছে। রাজ্যজুড়ে কয়লা কেলেঙ্কারী, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সহ একাধিক কেলেঙ্কারীর ইস্যুকে সামনে রেখে প্রচারে ঝড় তুলেছে বিজেপি। জেলায় জেলায় দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদরা মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। একইরকম হারানো মাটি ফিরে পেতে মরিয়া বামফ্রন্টও। পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর-ফরিদপুর (লাউদোহা), কাঁকসা ব্লকে মনোয়ন পর্ব মিটতেই বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল।বিরোধীদের সব অভিযোগে কার্যত জল ঢেলে বীনা প্রতিদ্বন্দিতায় তিনটি পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল। নির্বাচন কমিশন সুত্রে জানা গেছে, পান্ডবেশ্বর ব্লকে বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের ২৬ আসনের মধ্যে ১৬ টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। ওই পঞ্চায়েতে কোন আসনে মনোনয়নই জমা দিতে পারেনি বিজেপি। আবার সিপিএম মাত্র ১০ টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। ফলে তৃণমূল সংখ্যা গরিষ্ঠ পেয়েছে। আবার একইরকম ওই ব্লকের হরিপুর পঞ্চায়েতের ২০ টি আসনের মধ্যে ১১ টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে তৃণমূল। সেখানে বিজেপি ৫ টি ও সিপিএম ৭ টি আসনে মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছে। এছাড়াও ওই ব্লকের কেন্দরা পঞ্চায়েতের ২১ টি আসনের মধ্যে ৯ টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য এখনও ২ আসন দরকার। একইরকমভাবে ওই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৬টি ও সিপিএম ৬ টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। আবার ছোড়া পঞ্চায়েতে ২৬ আসনের মধ্যে বিজেপি ৪ ও সিপিএম ১৩ টি মাত্র আসনে মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছে। ৮ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তৃণমূল জয়ী হয়েছে। একইরকমভাবে বহুলা পঞ্চায়েতে ২৩ আসনের মধ্যে ৪ ও নবগ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ আসনে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে। আবার দুর্গাপুর ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েতের ২২ আসনের মধ্যে ২১ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়ে পঞ্চায়েত দখলে রাখল তৃণমূল। ওই পঞ্চায়েত এলাকায় ৩ টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। এছাড়াও লাউদোহা পঞ্চায়েতে ২১ আসনের মধ্যে ৬ টি ও জেমুয়া পঞ্চায়েতের ১৭ টি আসনের মধ্যে ৩ টি, প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে ৩, ইছাপুর পঞ্চায়েতের ২৩ টি আসনের মধ্যে ৪ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। ব্লকের ১১০ টি পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে মাত্র ৪৮ টি আসনে বিজেপি প্রার্থী দিতে পেরেছে। এবং সিপিএম ৭৩ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। আবার অন্ডাল ব্লকের কাজোড়া পঞ্চায়েতের ২৫ টি আসনের মধ্যে ৬ টি, দক্ষিনখন্ড পঞ্চায়েতের ১৬ টির মধ্যে ৪ টি ও উখড়ার ২৭ আসনের মধ্যে ২ টি আসনে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে। এই ব্লকের ১৭০ টি পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে ১০৫ টি আসনে বিজেপি ও ১৬০ টি আসনে সিপিএম প্রার্থী দিতে পেরেছে। একইরকমভাবে পুর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকে ৪ টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তৃণমূল জয়ী হয়েছে। আর এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হতেই আনন্দ উচ্ছাস শুরু হয়েছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। প্রশ্ন, রাজ্য জুড়ে নতুন করে ঝড় ওঠার মাঝেও সব আসনে কেন প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি? আবার ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও কেন সব আসনে প্রার্থী দিতে পারল না সিপিএম? বিজেপির পান্ডবেশ্বর বিধানসভার আহ্বায়ক রূপক পাঁজা বলেন,' ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর থেকেই সন্ত্রাস চলছে পান্ডবেশ্বরে। লাউদোহায় এক বিজেপি কর্মী খুনও হয়েছে ওইসময়। এখনও সন্ত্রাস চলছে। বিজেপি প্রার্থী, কর্মীদের বাড়ীতে গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। গোগলা ও বৈদ্যনাথপুর অঞ্চলে বিজেপি কর্মী সমর্থক প্রচুর। অথচ ভয় দেখানো হচ্ছে তাদের। বহুলা অঞ্চলে গতকালই একটি ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিবিআই তদন্তের ভয়ে এখন হয়তো আমলারা সুরক্ষা দিতে বাধ্য। তবে বাকি আসনের নির্বাচন কতটা শান্তিপুর্ন হবে, সন্দেহ রয়েছে। ফলাফলেও গরমিল করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।' আবার সিপিএম নেতা গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' মনোনয়ন জমা দিতে দেয়নি। বাধা দিয়েছে। বাড়ী বাড়ী হুমকি দিচ্ছে প্রার্থীদের। প্রার্থী হওয়ায় ইতিমধ্যে একজনে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বলছি, নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে।' তৃণমূলের পান্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ' মনোনয়নে কোনরকম বাধা দেওয়া হয়নি। রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ারে বিরোধীরা প্রার্থী খুঁজে পায়নি।'

সবুজ-মেরুনে নতুন পদে স্প্যানিশ কোচ

কলকাতা, ১৬ জুন(হি.স.): এটিকে মোহনবাগানে আবার ফিরতে চলেছেন আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। এটিকে মোহনবাগানকে অতীতে আইএসএল ট্রফি দিয়েছেন হাবাস। এবার মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ তাঁকে আনছেন নতুন পদে।শুক্রবার স্প্যানিশ কোচকে নিয়োগ করা হল সবুজ-মেরুনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসাবে। হাবাস বরাবরই মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়। এটিকে মোহনবাগানে থাকাকালীন দলকে আইএসএল ট্রফি এনে দিয়েছেন তিনি। এবার তিনি আসছেন জুয়ান ফেরান্দোর সহকারী হিসাবে।

মুক্তি পেয়েই বিপাকে 'আদিপুরুষ', হিন্দু ধর্মের অবমাননার দায়ে মামলা দিল্লি হাইকোর্টে

'আদিপুরুষ'মুক্তি পেতেই বিপাকে ছবির নির্মাতারা। হিন্দু ধর্মের অবমাননার দায়ে দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছে মামলা।শুক্রবার সারা দেশে মুক্তি পেয়েছে বহুল চর্চিত সিনেমা 'আদিপুরুষ'। জানা গেছে, হিন্দু ধর্মের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের গল্প নিয়ে তৈরি এই ছবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রুপ করা হয়েছে রামায়ণের গল্পকে। যার জেরে ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের অবমাননার অভিযোগ তুলে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন হিন্দু সেনার জাতীয় সম্পাদক বিষ্ণু গুপ্তা।প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সারা দেশে শুরু হয়েছে এই ছবির ভিএফএক্স নিয়ে সমালোচনা। ৬ মাস আগে এই ছবির প্রথম টিজার মুক্তির পরেই সইফ আলি খানের লুক নিয়ে শুরু হয়েছিল সমালোচনা। বলা হয়েছিল রাবণের লুক একজন মুসলমান রাজার মতো।সেই কারণে, ছবির মুক্তি ৬ মাস পিছিয়ে দেন নির্মাতারা। তবে তারপরেও ছবি মুক্তির পর দেখা গেল বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি সইফ আলি খানের রাবণ লুকে। এবার 'আদিপুরুষ'-এর বিরুদ্ধে সোজা আদালতের দ্বারস্থ হলেন হিন্দু সেনার জাতীয় সম্পাদক বিষ্ণু গুপ্তা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লোকসভা নির্বাচনের

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্যে এই দলের ভূমিকা নিয়ে। রাহুল প্রিয়াঙ্কারা মাঠ চষে বেড়ালেও রাজ্যে সুদীপ, আশিষ, বীরজিৎ, গোপালরা ঠান্ডা ঘরে বসে সংগঠন পরিচালনা করছেন। এই অভিযোগ দলের কর্মীদের মধ্যেই। নির্বাচন শেষ হয়েছে যে প্রায় চার মাস। বিধানসভায় কংগ্রেসের ভরাডুবি থেকে উত্তরণের কোন পথ এখনো বের করতে পারলেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। আগামী দিনে কর্মীদের কিভাবে চাঙ্গা করে মাঠে নামাবেন এ নিযেও দলের মধ্যে কোন তোরজোড় নেই বললেই চলে। ভোটের আগে যেভাবে সুদীপের হাঁক ডাক ছিল ভোটের পর তা স্তিমিত হয়ে গেছে। ভোটের পর থেকে এখন পর্যন্ত জনস্বার্থে কি ভূমিকা নিয়েছে দল এ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ছাত্র নেতা সম্রাটের আন্দোলন মুখী তেজী ভাব এখন আর দেখা যায় না। রেলের দাবি নিয়ে শিলচর যাওয়া ছাড়া কংগ্রেসের রাজ্যবাসীর স্বার্থে বড় ধরনের কোন আন্দোলন নেই বললেই চলে। কর্ণাটক জয়ের পরে কিছুদিন উল্লাসে কাটিয়ে দলের নেতা কর্মীরা। বেশ কিছুদিন ঘরবন্দি থাকার পর হঠাৎ একদিন টিপিএসসির নিয়োগ নীতি সংক্রান্ত দাবি নিয়ে আশিষ কে সঙ্গে নিয়ে সুদীপ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করলেন।

এখানেই শেষ। এরপর আর কোন আন্দোলন মুখী আলোচনা শোনা যায়নি কংগ্রেসের এই বরিষ্ঠ নেতার মুখে। অবশ্য তিনি মনিপুরে ঘটনার তদন্তে সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস দলের হয়ে দায়িত্বে ছিলেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় তাঁর নিরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। কোন প্রশ্নেরই জবাব দেন নি তিনি। এদিকে নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট যেভাবে তাদের আন্দোলন জারি রেখেছে কংগ্রেস সেই ভাবে নিজেদের তুলে ধরতে পারেনি বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। তাদের বক্তব্য কংগ্রেস রয়েছে কংগ্রেসের মতই। এই প্রবাদ দীর্ঘদিনের। এখনো সেই জায়গা থেকে প্রদেশ কংগ্রেস বেরিয়ে আসতে পারেনি বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

তবে দিন দিন দলের কর্মীদের ধরে রাখার কাজটাও যে কষ্টকর হবে তার সময় ই বলবে। সামনেই বিধানসভা উপ নির্বাচন এবং ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হওয়ার কথা। এরপর ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। জনগণ বলছে ভোট এলেই তারা আবার পরিযায়ী পাখির মতো বেরিয়ে আসবে। এটাই তাদের রাজনীতি। কংগ্রেসকে সশরীরে দেখতে গেলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য।

স্মার্ট ক্লাস

● **প্রথম পাতার পর**

চালু করায় ছেলেমেয়েরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পাবে বলে অধীনে অভিবাদ ব্যক্ত করেন। এদিন এ উপলক্ষে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান হয়।যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্যী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দন ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

বাড়িঘর

● **প্রথম পাতার পর**

সম্ভব হলেও আবার বৃষ্টি চলে আসায় এবং ডিস্ট্রিবিউশণ ফিডার গুলো সচল করা সম্ভব না হওয়াতে কল্যাণপুর অন্ধকারেই রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টি তে বেশ কিছু বাড়ি ঘরেও গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। অমরকলোনীর অনন্ত মোহন পালের ঘরে গাছ পরেছে। কৃষির ও ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে লংকা চাষীদের।

বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ জুন।। কথায় আছে, স্বাস্থ্য ই, সুখের মূল, স্বাস্থ্য ভালো যার, মন ভালো তার, রোগ পীড়া তো আছে দুনিয়া, থেকে ভালো থাকার ,আছে যে উপায়। অসুখ-বিসুখ হলে পরে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকবো বলে, আমরা সকলে যাই হাসপাতালে চলে। আজকে এমন একটি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হাল বেহাল চিত্র তুলে ধরতে যাচ্ছি পাটক হৃদয়ের দরবারে। সেটি হ্যালো, বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। বক্সনগর আর ডি ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল জনবহুল এবং বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ৩০ থেকে ৪০ হাজার লোকের চিকিৎসা ভার বহন করতে হচ্ছে বক্সনগর হাসপাতাল। প্রতিদিন এই হাসপাতালে প্রচুর রোগীর সমাগম ঘটে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই ডাক্তার, রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা ,যার কারণে রোগীরা সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছে না। ফলের চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে এবং সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে চিকিৎসা করার জন্য। বিশেষ করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্মী সল্পতা ডাক্তার নার্স গার সুইপার ,ক্লিনার এম্বুলেন্স পরিষেবা সবকিছু চিত্র আমরা বর্ণনা দিয়ে তুলে ধরছি পাঠকের হৃদয় মাঝে। সর্বপ্রথম আসা যাক ডাক্তারবাবু পরিসংখ্যান মুড ডাক্তার বর্তমানে তিনজন আছেন তারমধ্যে একজন স্থায়ী নিয়োগ আর দুজন অস্থায়ী নিয়োগ, স্থায়ী নিয়োগে রয়েছেন ডাক্তার শ্যাম দেব বর্মন ,আর অস্থায়ী নিয়োগে রয়েছেন ডাক্তার রতন দেববর্মা, ডাক্তার ডোয়েল দেববর্মা, নার্স আছেন সাতজন, তারমধ্যে বি এস সি একজন, জি এন এম ৬ জন। জি ডি এ সরকারি একজন ডেপুটেশনের তিনজন ডিয়ার ডিডাব্লিউ স্টাফ তিনজন সুইপার সরকারি একজন সুমিত্রা দেববর্মা। রোগী কল্যাণ সমিতির আওতাধীন রয়েছে ৭ জন তাদের মধ্য থেকে একজন কম্পিউটার অপারেটর একজন আউটডোর খাতা পত্র লিখে একজন জিডিএ খোয়াজ আলী বিছানাপত্র কাপড়-চোপড় ধূয়ার জন্য রয়েছেন একজন। হসপিটালের পরিধি বিশাল বড় দুতলা বিশিষ্ট এখন আবার বর্তমানে তিন তালা কাজ চলছে হল করণির মান হচ্ছে। কিন্তু এত বিশাল বড় হসপিটালে নাইট গার্ড পরিষেবা নেই। টেকনিশিয়ান স্টাফ বলতে নেই। এক্সরে ইউনিট মেশিন স্থাপন করার কথা ছিল তাও এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি যার জন্য রোগীরা চলে যেতে হচ্ছে বিশালগড়ে অথবা বেসরকারি কোন প্যাথোলজি সেন্টারে। এলাকাবাসী দাবি করছে সোনোগ্রাফি মেশিন বসানোর জন্য ও। ডাক্তার বাবু নার্স অন্যান্য স্টাফদের থাকার কোন বন্দোবস্ত নেই নেই কোন কোয়াটার কমপ্লেক্স ওরা শিফটিং ডিউটি করে বাড়ি থেকে আসে আবার বাড়িতে চলে যা তাতে করে হসপিটালের চিকিৎসা পরিষেবা লাটে এবং ব্যাহত হচ্ছে ফলে রোগী রা হয়রানির শিকার এবং কষ্ট দুর্দশা ভোগ করতে হয়। পূর্বে হসপিটালে জেনারেটর চালু ছিল বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর জেনারেটর দিয়ে চিকিৎসা চলতো আজ বিগত কয়েক বছর ধরে জেনারেটর পর্যন্ত চালানো হয়নি। বর্তমানে পুরানো বিল্ডিং এর পাশে সোলার লাইট ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকার বসিয়েছিল এখনই অচল সোলার লাইট গুলি দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না বিদ্যুৎ চলে গেলে হসপিটাল অন্ধকারে থাকতে হয় একমাত্র ভরসা হচ্ছে মোম। মন দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা কতটুকু হবে তার সকলের অবগত আছেন। এত জনবহুল রোগীর ভীড় তারপরও হসপিটালে একটি মাত্র এম্বুলেন্স তাও প্রায় সময় বিকল থাকে। একজন এম্বুলেন্স চালক যদি কোনো কারণে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যায় তখন তো আর রোগীদের পারাপারের সিদ্ধান্ত থাকে না দুঃখ দুর্দশা সেই প্রাইভেট গাড়ি প্রচুর টাকা দিয়ে রোগীকে নিয়ে যেতে হচ্ছে জিবি হাসপাতাল আইজিএম হাসপাতাল অথবা হাঁপানি হাসপাতালে। এই হ্যালো পরিস্থিতিতে ডাক্তার বাবুরা বুঝে কোপ মারেন রোগীদের উপরে উনারা শিফটিং ডিউটি করেন প্রতিদিন হসপিটালে ন্যূনতম ৫০ ৬০ জন রোগী থাকে কিন্তু ডাক্তার একজন থাকেন দুদিন একজন ডাক্তারবাবু থেকে উনি চলে যান আবার তিনদিন পরে উনি আসেন এইভাবে পালাবদল করে ডিউটি করে হসপিটাল পরিষেবার নামে চলছে নমো নম। ডাক্তারবাবুর া আউটডোরে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বসেন না ওরা ওদের কোয়ার্টারে বসেন কোয়ার্টারে থেকেই চিকিৎসা করে সরকারি কোয়ার্টারে বসে উনারা ভিজিট ২০০ টাকা নিয়ে চিকিৎসার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল চিত্রের পটভূমি। বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে র হাল বেহালের খবর নিয়ে রোগীদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম বিশেষ করে এই হসপিটালটির ন্যূনতম স্থায়ীভাবে ছয় জন ডাক্তারের একান্ত প্রয়োজন অবিলম্বে তাদের কোয়ার্টার গুলি আরো জরুরী সমস্ত বিভাগে কর্মী সল্পতা কর্মীর কারণেই হসপিটালটি চিকিৎসা জর্জরিত এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু কর্মচারী সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। তাই এলাকার সমস্যা সম্পন্ন মানুষরা এবং সাধারণ লোকজন রুগী রোগীর আত্মীয়-স্বজন ওরা বলছে যে বক্সনগর হাসপাতাল দেখবার মত সুন্দর এবং পাকা বাড়ি স্বয়ং সি এম এসে সেটিকে উদ্বোধন করেছিল তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন সমস্ত পরিষেবা প্রদান করবে এবং সীমান্ত এলাকা বাসির সমস্যা দূরীকরণে এগিয়ে আসবে আগরতলা চিকিৎসার জন্য আর যেতে হবে না সেই চিকিৎসা বক্সনগরই হবে কিন্তু আজও অনেক কাজকর্ম বাকি রয়ে গেল তারপরও এলাকার জনগণ সিএম এর নিকট আকুল প্রার্থনা করছেন যে এই সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে হাসপাতাল টি কে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে।

জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে লাভার্থি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ জুন।। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে শুক্রবার জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অনুষ্ঠীত হয় লাভার্থি সম্মেলন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ও সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে গরে তোলার লক্ষ্যে আজকের এই লাভার্থি সম্মেলনের আয়োজন করলো ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। আজকের এই সম্মেলনে বক্তব্যরাখতে গিয়ে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিকগুলির পাশাপাশি রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলেধরাহয়। আজকের এই লাভার্থি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, বিজেপির সংগঠন মন্ত্রী ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, বিজেপির দক্ষিন জেলার সাধারন সম্পাদক দীপায়ন চৌধুরী, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চাথই মগ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। বিজেপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই কর্মসূচীর কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া।

মাছ

● **আটের পাতার পর**

১২০০ টাকা করে কেজি বিক্রি করাহবে। বাজারে এইধরনের বড় আকারের মাছ নিয়ে আসার খবর ছরিয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে মাছবাজারে ভীর জমাতে শুরুকরে লোকজনেরা। সকলে মোবাইল ফোটে ফটো তুলতে ব্যাস্তহয়ে পরে। এইধরনের মাছ শান্তির বাজারের লোকজনেরা এর আগে দেখেননি। তাই এই মাছের প্রতি সকলের কৌতুহল জাগে।

মিছিল

● **আটের পাতার পর**

শহরে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, বিজেপি কৈলাসহর মন্ডলের সভাপতি সিদ্ধারত দত্ত, মহিলা মোর্চা কৈলাসহর মন্ডলের সভানেত্রী মুক্তা পাল, বিজেপি নেতা অরুন সাহা, প্রশান্ত দে সহ আরও অনেকে। মিছিলটি কৈলাসহরের পুরাতন টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের কালীবাড়ি রোড, থানা রোড, বৌলাপাশা রোড, গার্লস স্কুল রোড, নেতাজি কর্নার, সেন্ট্রাল রোড, পি.ডাব্লিউ.ডি রোড হয়ে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে এসে মিছিলটি সমাপ্ত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ জুন।। আর্থিক সাক্ষরতার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তরফে গোটা দেশ ব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার ক্যুইজ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় এবং মেলাঘরে। জেলার মোট ছয়টি ব্লক এবং দুটি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দুটি পৃথক স্থানে এই ক্যুইজ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকের অনুষ্ঠানটি সকাল এগারোটায় শুরু হয় বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। সেখানে জেলার বক্সনগর আর ডি ব্লক এলাকার সাতটি বিদ্যালয় থেকে চৌদ্দ জন ছাত্র-ছাত্রী, বিশালগড় ব্লক এবং বিশালগড় মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার সাঁতাশটি বিদ্যালয় থেকে চুয়ান্ন জন ছাত্র-ছাত্রী এবং চড়িলাম ব্লক এলাকার চৌদ্দটি বিদ্যালয় থেকে আঠাশ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। অপর দিকে একই দিনে জেলার দ্বিতীয়তম অনুষ্ঠানটি মেলাঘর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে বেলা তিনটায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেলার নলছড় আর ডি ব্লক এলাকার বাইশটি বিদ্যালয় থেকে চুয়াল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রী, মোহনভোগ আর ডি ব্লক এবং মেলাঘর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বারোটি বিদ্যালয় থেকে চব্বিশ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং জম্পুইজলা আর ডি ব্লক এলাকার এগারোটি বিদ্যালয় থেকে বাইশ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। এবং প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একজন করে শিক্ষক/ শিক্ষিকা তাদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতায় ছিলেন। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিতি মাথা পিছু সকলের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে দুইশত টাকা করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সকলের জন্য রিফ্রেশমেন্টেরও সুব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে ব্লক ভিত্তিক প্রথমস্থান, দ্বিতীয়স্থান এবং তৃতীয়স্থান অর্জন কারীদের জন্য বিশেষ পুরষ্কার স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা, চার হাজার টাকা এবং তিন হাজার টাকা প্রদান করা হয়। যদিও তিনটি লেভেলের মধ্যে যথাক্রমে ব্লক ভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক, রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সংগঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলায় শুধুমাত্র ব্লক ভিত্তিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এদিনে যারা ব্লক ভিত্তিক প্রথমস্থান অর্জন করেছে তাদেরকে নিয়ে আগামী ২২শে জুন জেলা ভিত্তিক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য এইদিনের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে রিজার্ভ ব্যানের তরফে বিশেষ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তবে এই দিনের এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন রিজার্ভ ব্যান অব ইন্ডিয়া আগরতলা লীড ডিস্ট্রিক অফিসার শ্রী অর্ঘ্য ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। এছাড়াও ছিলেন রিজার্ভ ব্যানের অধীনস্থ আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের কর্মীরা।

হুগলিতে বাজ পড়ে মৃত ২ গুরুতর জখম আরও ২ জন

তারকেশ্বর, ১৬ জুন (হি. স.) : তীব্র তাপপ্রবাহে জেরবার কলকাতা। এরই মধ্যে বাজ পড়ে হুগলির তারকেশ্বরে মৃত্যু হল দুইজনের। গুরুতর জখম আরও দুই।শুক্রবার বিকেলে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয় জেলার নানা প্রান্তে। বৃষ্টি চলে পার্শবর্তী জেলাগুলিতেও। তুমুল বৃষ্টি হয় তারকেশ্বরে। বৃষ্টির সঙ্গে পড়তে থাকে বাজ। সেই সময় মাঠে কাজ করছিলেন তারকেশ্বরের মির্জাপুর এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ চৌধুরী, ভঞ্জিপুর এলাকার সনৎ দাস। বাজ পড়ে তাঁদের উপর। দুজনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দু'জনকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।অন্যদিকে, মির্জাপুরের এক ছাত্র অবিনাশ মান্না এদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তার উপরেও পড়ে বাজ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। রেখা কর্মকার এবং মানসী মান্না নামেও দুই মহিলা বাজ পড়ে জখম হয়েছেন। তাঁরা তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সঙ্গে চরম অস্বস্তিকর আবহাওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি। আগামী রবিবারের পর দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবারের আগে বর্ষা দেখা মিলবে না দক্ষিণবঙ্গে। বাংলায় বর্ষা প্রবেশ করলেও থমকে আছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। রবিবার থেকে বুধবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। আপাতত মালদহের উপরে তার অবস্থান। ১৮ থেকে ২১ জুনের মধ্যে ফের সক্রিয় হতে পারে মৌসুমি বায়ু এমনটাই অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে করিমগঞ্জে গ্রেফতার বছর ষাটের আসব্বির

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বছর ষাটের জনৈক আসবিবর আলিকে।ঘটনা উত্তর করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা লক্ষ্মীবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর মারেরা গ্রামের। এক নাবালিকাকে ধর্ষনণের মামলায় গিরিশগঞ্জ পুলিশ মারেরা গ্রামের দশ নম্বর ওয়ার্ডের আসব্বির আলিকে গতকাল গ্রেফতার করে আজ শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। আদালতে শুনানি শেষে বিচারপতির নির্দেশে তাকে পাঠানো হয় জেল হাজতে।গত বুধবার ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে এক এজাহার দায়ের করা হয় গিরিশগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে। এজাহারের ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে গিরিশগঞ্জ পুলিশ তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার আটক করে অভিযুক্ত আসব্বির আলিকে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার আদালতে তোলা হলে তার ঠাঁই হয় জেল হাজতে।

ক্রীড়াঙ্গন

কাজল স্মৃতি ফুটবল : উমাকান্ত একাডেমীকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান এসডিএম স্কুলের

এসডিএম স্কুল: ১৩(সাচলাং ৪, সঞ্জিত, খাবাই ২, বিজয় ৩, মাশিয়া ৩) উমাকান্ত: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। দুর্দান্ত খেলেছে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলের ছেলেরা। প্রথমত, সুপার লিগের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ। দ্বিতীয়ত, পর পর দুই ম্যাচে হেরে যাওয়ায় দুই দলের কাছেই গুরুত্বহীন ম্যাচ। কাগজে-কলমে নিয়ম রক্ষার ম্যাচ হলেও মাঠে যারা খেলছে, তারা কিন্তু দুর্দান্ত লড়াই করেছে। রেজাল্ট হয়েছে একতরফা অর্থাৎ যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল ১৩-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে উনাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে পরাজিত করেছে। ঐ প্রেক্ষাপটে এবারকার কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ ১৪ আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলকে তৃতীয় স্থানাধিকারী দল বলে আখ্যা দেওয়া যায়। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত আন্তঃস্কুল ফুটবলের সুপার লিগের পঞ্চম ম্যাচে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল একতরফা খেলে প্রথমার্ধেই ৫-০ গোলে লিড নিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে গুনে গুনে আরও আটটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ১৩-০ হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে সাচলাং দেববর্মা একাই হ্যাটট্রিকসহ চারটি গোল করে। খেলার ৫ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি হয় সাচলাং-এর পা থেকেই। এছাড়া, বিজয় দেববর্মা ও মাসিয়া দেববর্মা দুজনের তিনটি করে গোল তথা জোড়া হ্যাটট্রিক চোখে পড়ার মতো। প্রথমার্ধের ১০ ও ১৩ মিনিটের মাথায় খাবাই দেববর্মার পর পর দুটি গোল স্পটারের নজর কেড়েছে। খেলার সাত মিনিটের মাথায় সঞ্জিত কুমার জমাতিয়ার একমাত্র গোলটিও ছিল দর্শনীয়। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী দলের সান জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অসীম বৈদ্য, লিটন সাহা, রাজীব ত্রিপুরা ও সুপ্রিয়া দাস। দিনের খেলা: মতিনগর স্কুল দল বনাম সেন্ট পলসস্কুল, বিকেল চারটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

সি-ডিভিশন ফুটবল : গ্র্যাব্রিয়ালের হ্যাটট্রিকে বড় জয় স্কাইলার্ক-এর

স্কাইলার্ক- ৫(গ্যাব্রিয়াল ৩, গৌরাঙ্গ, আদি) ইউ বিএসটি: ১(অমৃত)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ইউনাইটেড বি এস টিকে নাস্তানুবাদ করে জয় পেলো স্কাইলার্ক ক্লাব। হোলিক্রশ স্কুলের প্রাক্তন একঝাঁক পাহাড়ি বিছেদের নিয়ে দল গড়ে স্কাইলার্কের চন্দন সেন। আর ওই পাহাড়ি বিছেদের দাপটেই নাজেহাল হলো ইউ বি এস টি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুক্রবার সকালে স্কাইলার্ক হাফ ডজন গোলে জয় পেতে পারতো ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন গ্র্যাব্রিয়াল রিয়াং। ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন স্কাইলার্কের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিলো। গতি, শক্তি এবং দক্ষতা- তিন বিভাগেই অশোক হরিজন-এর ফুটবলারদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন চন্দন সেন-এর দলের ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবার সকালে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ অনেকটাই পিচ্ছিল হয়ে পড়েছিলো। এখানেই পিছিয়ে ইউ বি এস টি-র ফুটবলাররা। কিছুটা পিচ্ছিল মাঠে খেলতেই পারেনি ইউ বি এস টি-র ফুটবলাররা। তার পরও প্রথমার্ধে আটকে রেখেছিলো স্কাইলার্ক। দ্বিতীয়ার্ধে দমের ঘাটতি দেখা দেয় ইউ বি এস টি-র ফুটবলারদের মধ্যে। ওই সুযোগটা পুরো কাজে লাগিয়ে একের পর এক জাল নাড়াতে থাকেন স্কাইলার্কের ফুটবলাররা। ম্যাচের ৫৬, ৬৪ এবং ৭৯ মিনিটে গোল করে আসরের প্রথম হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জন করে গ্র্যাব্রিয়াল রিয়াং। এছাড়া ৬২ মিনিটে গৌরাঙ্গ রিয়াং এবং ম্যাচ শেষ হওয়ার দু-মিনিট আগে আদি দেববর্মা গোল করেন। এরই মাঝে ৭৬ মিনিটে ইউ বি এস টি-র পক্ষে সান্তনার গোল করেন অমৃত ঘোষ। শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলে জয় পায় স্কাইলার্ক। রেফারি আদিত্য দেববর্মা হলুদ কার্ড দেখান বিজীত দলের সুজয় দেবনাথ-কে।

দীপকে ক্ষৈত্রীর দুরন্ত ২৮৭ রান দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে ইউ. ফ্রেন্ডস

স্ফুলিঙ্গ- ১৬৪ ৩ ৪৫/২ ইউ. ফ্রেন্ডস- ৪১৯/৯ (ডি:)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। দ্বিমুকুট নিশ্চিত হয়ে গেলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-এর। দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচের যা অবস্থা তাতে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-এর পরাজিত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বরং শেষ দিনে জয়ের জন্য ঝাপাবেন রজত দে-রা। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদেই দ্বিমুকুট জয় নিশ্চিত হয়ে গেলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-এর। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট ২০১৯-২০ সেশনে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে স্ফুলিঙ্গ-র গড়া ১৬৪ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেট হারিয়ে ৪১৯ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে। ২৫৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে স্ফুলিঙ্গ ২ উইকেট হারিয়ে ৪৫ রান করে। এখনও ২১০ রান পিছিয়ে দীপক ভাটনাগরের দল। আগামীকাল পরাজয় এড়াতে মাঠে নামবে স্ফুলিঙ্গ। স্ফুলিঙ্গের ১৬৪ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান করেছিলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে দলকে পাহাড় সমান রানে নিয়ে যেতে যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দীপক ক্ষৈত্রী। স্ফুলিঙ্গের বোলারদের অনেকটা নীচুমানে নামিয়ে এনে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন ওই অলরাউন্ডারটি। দীপককে দলের অন্য ব্যাটসম্যানরা তেমন সহযোগিতা না করলেও একাই মারমুখি খেলে দ্বিমুকুট অনেকটা নিশ্চিত করে দেন ডানহাতি ওই ব্যাটসম্যানটি। দীপক ২৫১ বল খেলে ২৭ টি বাউন্ডারি ও ১৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮৭ রানের চোখঝলসানো ইনিংস খেলেন। এছাড়া, শুভম ঘোষ ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৮২.৪ ওভার ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ৪১৯ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে বৈভব পাল (৩/১০০), দ্বীপ্তনু চক্রবর্তী (২/৯৯) এবং চিরঞ্জীৎ পাল (২/১০৩) সফল বোলার। ২৫৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনে খেলতে নেমে দিনের শেষ বল পর্যন্ত ২ উইকেট হারিয়ে ৪৫ রান করে স্ফুলিঙ্গ। সম্রাট সূত্রধর ৩৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্য ২৬ এবং জয়দীপ বনিক ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে রজত দে ২ উইকেট পেয়েছেন।

শান্তিরবাজারে চ্যালেঞ্জার ক্রিকেটে তুইকর্মকে হারালো রেক্স ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। জয় পেলো রেক্স ক্লাব। পরাজিত করলো তুইকর্ম যুব সংস্থাকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রেক্স ক্লাব ৪১ রানে পরাজিত করে তুইকর্ম যুব সংস্থাকে। সন্দীপ মুড়াসিং এর ঝড়ো ব্যাটিং। তাতেই বড় স্কোর গড়লো রেক্স ক্লাব। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে রেক্স ক্লাব টসে জয়লাভ করে নির্ধারিত ১৭ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে।

দলের পক্ষে সন্দীপ মুড়াসিং ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ (অপ:), কিষান মুড়াসিং ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, অর্পন মুড়াসিং ২০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং রাহুল মুড়াসিং ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। তুইকর্ম যুব সংস্থার পক্ষে জীতেন্দ্র রিয়াং (২/২৪) এবং ডেভিড ডার্লং (২/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে তুইকর্ম যুব সংস্থা রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে জীবন্ত লাল রিয়াং ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩,ডেভিড রিয়াং ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, ইংল্যান্ড রিয়াং ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং হিমলেশ সাংমা ১৫ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। শেষ পর্যন্ত তুইকর্ম যুব সংস্থা ১০২ রান করতে সক্ষম হয়। রেক্স ক্লাবের পক্ষে সুমিত মুড়াসিং (৩/১৮) সফল বোলার।

আন্ত: কলেজ যোগা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন নন্দিতা, অনিতা, সৌরভ, মাধব সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এর পরিচালনায় আজ, শুক্রবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হল নাম্বার টুতে অনুষ্ঠিত হয় ওপেন আন্ত: কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যোগা কম্পিটিশন। এতে এমবিবি ইউনিভার্সিটি, ইকফাই ইউনিভার্সিটি সহ রাজ্যের অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সকাল এগারোটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডঃ সুদীপ দাস। শুক্রবারে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আগামী ২১ শে জুন সকাল ছটায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেগা যোগা অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় ১৮ থেকে ২৫ বছর মহিলা বিভাগে নন্দিতা সেন প্রথম, জয়ন্তী দাস দ্বিতীয়, ঈষা সূত্রধর তৃতীয় স্থান পেয়েছে। পুরুষ বিভাগে সৌরভ ঘোষ, কিষান দেবনাথ ও তন্ময় দাস যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে। ২৫ বছরের ঊর্ধে পুরুষ বিভাগে মাধব দেবনাথ, আশরাফ আলী ও রাজীব দাস যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। মহিলা বিভাগে অনিতা রানী দেববর্মা প্রথম স্থান পেয়েছেন।

শ্যামলীমা ওপেন চেস টুর্নামেন্ট আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। প্রথমবারের মতো শ্যামলীমা ওপেন চেস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উদ্যোক্তা শ্যামলীমা অ্যাপার্টমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সহযোগিতায় অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশন। সৌজন্যে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স। ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সস্থিত শ্যামলীমা অ্যাপার্টমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-তে ১৮ জুন সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে ছয় রাউন্ডের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত শুরু হবে। রিপোর্ট করতে হবে সকাল ন'টায়। বিকেল তিনটায় অন্তিম রাউন্ডের খেলা শেষে সাড়ে চারটায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ওপেন ক্যাটেগরিতে প্রথম ১০ জনকে আর্থিক পুরস্কার প্রদান ছাড়াও সেরা ভেটারেন খেলোয়ারকে পুরস্কৃত করা হবে। বয়স ভিত্তিক অনূর্ধ ৭, অনূর্ধ ৯, অনূর্ধ ১১ এবং অনূর্ধ ১৩ বিভাগে সেরা তিনজন বালক এবং সেরা তিনজন বালিকাকেও পুরস্কৃত করা হবে। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দাবারুদের আগামীকাল বেলা ২ টার মধ্যে ৭০০৫১৬৪৮১৪ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম জমা দিতে হবে। প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করে এন্ট্রি ফি জমা দিতে হবে বলে উদ্যোক্তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

ভলিবল টুর্নামেন্ট জমজমাট পর্যায়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ভলিবল টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। দ্বিতীয় দিনের প্রথম খেলায় বেড়িমুরা ব্রেভ ক্লাব ২-০ সেটে অরবিন্দ সংঘকে পরাজিত করেছে। ২৫-১৫ ও ২৫-২০ পয়েন্টে অরবিন্দ সংঘকে হারিয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিকাশ সাহা ও সঞ্জয় সাহা। দ্বিতীয় খেলায় এমবিবি কলেজ ভলিবল সেন্টার দুই-শুন্য সেটে আগরতলা ভলিবল ক্লাবকে পরাজিত করেছে।

বৃষ্টিসিক্ত আউট ফিল্ড এমবিবি-র জে সি লীগের ২য় দিনের খেলা ভেস্তে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ২২ গজে গড়ালো না এক বলও। দ্বিতীয় দিনে। এম বি বি স্টেডিয়ামে। জে সি লিগ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবার সকালে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার ফলে এম বি বি স্টেডিয়ামের আউট ফিল্ড ভিজে যায়। শুক্রবার প্রায়সারাদিন মাঠের কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও মাঠটিকে খেলার উপযুক্ত করে তুলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়দিনে এক বলও খেলা হয়নি। আজ ম্যাচের শেষ দিন। প্রথমদিন জে সি সি-র বিরুদ্ধে কসমোপলিটন ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান করেছিলো। কসমোপলিটনের পক্ষে ওপেনার বাবুল দে ৮২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯, তন্ময় ঘোষ ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেছিলো। জে সি সি-র ভিকি সাহা (৫/৪৮) সফল বোলার।

NOTICE INVITING TENDER

Tender is invited through the website of MBB College Government of Tripura, from bonafide & resourceful authorized dealers/distributors, having a minimum of 3(Three) years of experience in the Supply and installation of Scientific equipment.

" Period of Completion: - Thirty Days from the date of issuing of AOC.

* The other details related to tenders can be seen and obtained from the website of MBB College

* Corrigendum / Addendum, if any, will be notified only in the Institute website.

Sl. No	Item	Tender Value	Tender Fees	Period of downloading Documents	Last date of submission of bid documents
01	Scientific Equipment of Dept. of Chemistry (Details of the specification and list of equipment will be downloaded from the website of MBB College	Rs.78935/- (approx)	Rs.500/- (Non-Refundable)	w.e.f 16/06/2023	26/06/2023

ICA/C-1023/23

[Dr. Nirmal hadi ovo
Paingipauie IRMA
Maharaja Bir Bikram
Agartala

NOTICE INVITING TENDER TO ENGAGE SECURITY GUARD
Tender No: 01/KMC/KH/CON/2023-24

The Authority of the Khowai Municipal Council, Khowai, Tripura is intending to engage Security Guards for 24 Hours Duty at Different places Within Khowai Municipal area, Khowai, Tripura. Sealed tender are invited from licensed/registered Private Security Agencies having atleast 03(Three) years, experience in dealing with similar nature of work in PSU/Government Offices/ Autonomous Body. Tender documents can be obtained on production of documentary proof of current validity {Duly attested) of the tenderer Nationality/PAN card/ Service Tax registration certificate along with a written request quoting NIT No 01/KMC/KH/CON/2023-24 from the Office of the Khowai Municipal Council, Khowai, Tripura, Pin -799201 on depositing fee of Rs.1500/-(Rupees One Thousand Five Hundred) only (Non- refundable) in shape of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank branch in favour of the "Khowai Municipal Council" ,Khowai, Tripura" on any Working days between 15/06/2023 to 31/06/2023 upto 5:00 P.M. Last date of Submission of Sealed tender: 01/07/2023.The Competent authority reserves the right to accept / reject any or all the tender without assigning any reason what so ever. All tenderer are requested to' read the tender document carefully an comply with the instructions and requirement .For any information Contact O/o the Chief Executive Officer Knowai Municipal, Khowai, Tripura.

ICA/C-1019/23

Chief Executive Officer
Khowai Municipal Council.
Khowai, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On behalf of the governor of Tripura, the following item wise separate e- tender (NIT wise) are invited from fish farmers, fishery cooperative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of Mixed Major carp fingerlings as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in different block and notified areas under Sabroom Sub Division during the year 2023-24.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Necessary Dates & Time
F.No-3(36)-SF/(SBM)SAT/E-TENDER/2023-24/	Mixed Major Carp Fingerling (7 cm above)	17.0 lakhs	21.25 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 17/06/2023 at 15.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 03/07/2023 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in
F.No-3|36|-SF/(SBM)SAT/E-TENDER/2023-24/	Mixed Major Carp Fingerling (10 cm above)	4.0 lakhs	15.96 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 17/06/2023 at 16.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 03/07/2023 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in

All the future modifications /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-1015/23

(AJOY DAS)
SUPDT.OF FISHERIES
SABROOM, SOUTH TRIPURA

ITI TO POLYTECHNIC LATERAL ENTRY NOTIFICATION

Duly filled in **Online Applications** in prescribed format are invited from the eligible students for Lateral Entry Admission Scheme in Diploma Level Technical Institutes under the Dept. of Higher Education, Govt. of Tripura, for ITI Pass-outs in 2nd year (3rd semester) of Diploma Engineering Courses for Academic Session 2023-24 in Tripura Institute of Technology (Narsingarh), Women's Polytechnic (Hapania), Dhalai District Polytechnic (Ambassa), Gomati District Polytechnic (Udaipur), North Tripura District Polytechnic (Dharmanagar) and TTAADC Polytechnic Institute (Khumulwng), and Techno College of Engineering, Agartala, CIPET Agartala in vacant seats of different branches of the respective Institutes.

The process of application will be as follows:

Registration process	Online Registration from the website: **www.highereducation.tripura.gov.in**	
Online Registration	Opening	Closing
	21.06.2023	**20.07.2023**
Registration Fees	**Rs. 350/-** (All candidate other than BPL.) **Rs. 200/-** (BPL male & female candidates) (Processing charges and Goods & Service Tax (GST) are to be paid extra by the candidate, as applicable.)	

N.B.:

1. All other related information related to the Lateral Admission are mentioned in the Prospectus & detailed notification which are available in the website: **www.highereducation.tripura.gov.in**
2. Admission of candidates in an institute will be subjected to merit position in the ITI Lateral Entry merit list, seat allotment through Online Counselling along with fulfillment of all eligibility criteria and other norms as specified by the Central Selection Committee-2023, Dept. of Higher Education, Govt. of Tripura.

ICA/D-406/23

Chairman
Central Selection Committee 2023

PNIT NO: ePT10/EE/RD/KCP/DiV/2023-24 Dt. 09.06.2023

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 21.06.2023 for 02 (TWO) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2023-24. For details visit _https://tripuratenders.gov.in of contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1034/23

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

NOTICE INVITING TENDER

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invites online percentage rate e-tender for the following works:-

SL No.	DNIT NO.	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
1	DNIT No. EE(FY)/2022-23/29 (4th Call)	Rs.4378137.00	Rs.1000.00	Rs.87563.00
2	DNIT No. EE(FY)/2023-24/04	Rs.995127.00	Rs.1000.00	Rs.19903.00

> Last date & time for online Bidding: 23/06/2023 up to 3:00 PM
> Corrigendum if any will be published only on the above website.
> Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf Governor of Tripura

ICA/C-1030/23

(Er. C. Reang)
Executive Eingeer
Department of Fisheries
Tripura, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-02/EE/RD/KGT/DIV/2023-24 Dt. 14/06/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 44.00 A.M. of 05/07/2023 for 02 nos. works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and ray contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail- eenikat@amail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

ICA/C-1027/23

আগরতলায় মহিলা মহাবিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে যাচ্ছে পঃবঙ্গ সরকার ও কমিশন

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই করতে হবে পঞ্চায়েত ভোট। এমনই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। এবার প্রধান বিচারপতির সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকার।পঞ্চায়েতে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে বিক্ষিপ্ত অশান্তির মাঝেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের আবেদন করা হয়েছিল উচ্চ আদালতে। সেই মর্মে প্রথমে বেশ কয়েকটি জেলাকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে পরবর্তীতে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম কমিশনকে নির্দেশ দেন, ভোটের দিন রাজ্যের সর্বত্রই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা প্রথমে জানিয়েছিলেন, হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ীই পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কার্যত ভোলবদল। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যাচ্ছে কমিশন এবং রাজ্যও।যদিও, শুক্রবার রাত সওয়া ৮টা নাগাদ কমিশনের দফতর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিভগননম এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ পঞ্চায়েত ভোটে সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী করানোর নির্দেশ দেয়। বেঞ্চ বলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমিশন কিংবা রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানাতে হবে। সেই নির্দেশ মতো অবশ্য শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় রয়েছে।এদিকে, এদিন কমিশন জানিয়েছে, গত সাত দিনের মনোনয়ন পর্বে রাজ্যে আহত হয়েছেন ১০০ জন। সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৪৯টি। জামি অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে ২ হাজার ৫০০ জনকে। আটক করা হয়েছে ২ হাজার ৮০০ জনকে। তবে মনোনয়নের দিন থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে, তার কোনও উল্লেখ কমিশনের তরফে উল্লেখ করা হয়নি। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশ যে রিপোর্ট কমিশনকে দেয় তাতেও মৃত্যুর কোনও অথ্য ছিল না। অন্যদিকে যে চোপড়ায় বৃহস্পতিবার মনোনয়নের শেষ দিনে ধুন্ধুমার ঘটল সেখানে তৃণমূল সব আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পেশ করতে যাওয়ার সময় বাম-কংগ্রেসের মিছিলে গুলি চলে। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। তাতে ১০ জন জখম হন। বিরোধীরা শেষ দিনে মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। ২১৭টির মধ্যে ২১৬টিতেই জিতে গিয়েছে তৃণমূল। দলের জেলা সহ সভাপতি অরিন্দম সরকারের দাবি, বিরোধীরা প্রার্থী খুঁজে পায়নি। বিরোধীদের পাল্টা দাবি, শাসকদলের সন্ত্রাসের কারণে মনোনয়ন দেওয়া যায়নি।

তামাক মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার প্রস্তুতি সভা পাইখোলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ জুন।। আজ পাইখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর আওতাধীন পশ্চিম পাইখোলা হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার এ তামাক মুক্ত যুব অভিযানের অংশ হিসেবে তামাক মুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পশ্চিম পাইখোলা হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার-এর কমিউনিটি হেলথ অফিসার, সমস্ত ইনডোর এবং আউটডোর স্টাফ, জেলা নোডাল অফিসার, এনটিসিপি, জেলা পরামর্শক, এনটিসিপি, পশ্চিম পাইখোলা পঞ্চায়েত সদস্য, পশ্চিম পাইখোলা হাই স্কুল এইচএম এবং বকুল ত্রিপুরা পাড়া জেবি স্কুল এইচএম, পঞ্চায়েত সচিব উপস্থিত ছিলেন। তামাক আইনের অধীনে সমস্ত দিক মেনে আগামী এক মাসের মধ্যে গ্রামকে তামাকমুক্ত করার ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কার্যক্রমগুলিকে এগিয়ে নিতে গ্রাম কর্তৃপক্ষের কাছে প্রচার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে লুটপাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জুন।। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে সংঘটিত হলো অর্থ লোটার ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুটের মতো ঘটনা। ঘটনা স্থল রাধাকিশোরপুর থানার বাগমা আউট পোষ্টের অন্তর্গত বাগমা ব্যাংক চৌমুহনী এলাকায়। আজ বিরোধী দলের সমর্থক উত্তম রুদ্র পাল ব্যাংকে টাকা তুলতে আসলে শাসক দলের একদল দুষ্কৃতী উত্তমের উপর হামলা সংঘটিত করে এবং অর্থ লুটের অভিযোগ উটে। এই হামলার নেতৃত্বে ছিলেন টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাম চন্দ্র দেবনাথ ও বাপন ঘোষ নামক দুই শাসক দলীয় স্থানীয় নেতৃত্ব বলে আহত উত্তম বাগমা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে বাগমা আউট পোষ্টের কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক অভিযুক্ত বাপনকে বাগমা আউট পোষ্টে আটক করে নিয়ে আসেন।এই খবর চাউর হতেই বাগমা মন্ডলের শাসক দলীয় সদস্যদের ক্ষোভ আঁচড়ে পড়ে বাগমা থানার দুই পুলিশ কর্মী যথাক্রমে সোহারব হোসেন খাদিম ও এস পি ও পদে নিযুক্ত রনজিৎ দাসের উপর। মূহূর্তের মধ্যে শাসক দলীয় দুষ্কৃতীরা বাগমা আউট পোষ্টে গিয়ে বাপন ঘোষকে জোড় পূর্বক থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। থানায় শাসক দলীয় দুষ্কৃতীদের আক্রমণেরখবর চাউর হতেই বাগমা থানায় বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান। পবরতীতে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ তথা ওসি বাবুল দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বাপন ঘোষকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।পরবর্তী সময়ে পুলিশ রাধাকিশোরপুর থানায় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।মামলা নাম্বার ৯৩/২০২৩।ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে৩৫৩,৩৮৪,৩৪ আই পি সি।পুলিশ নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। তবে বাগমা কান পাতলেই টেপানিয়া ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দেবনাথ ও বাপন ঘোষকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় বলে এলাকায় গুনয় শোনা যায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

জেপি নাড্ডার সফরকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে শনিবার জনসভায় বক্তব্য রাখবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। সর্বভারতীয় সভাপতিকে স্বাগত জানিয়ে শুক্রবার কৈলাশহরে মিছিল সংঘটিত হয়। শনিবার বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে.পি নাড্ডা শান্তিরবাজারের জনসভায় যোগ দেবেন। নাড্ডার জনসভাকে সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নাড্ডার আগমনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপি কৈলাসহর মন্ডলের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে কৈলাসহর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুঞ্জবনে পিসির জায়গা জমি নিজের নামে করে নিল প্রতারক ভাইপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার কুঞ্জবন কলোনিপাড়া এলাকায় এক প্রতারক তার পিসির সঙ্গে প্রতারণা করে জায়গা জমি নিজের নামে নথিভুক্ত করিয়ে নিয়েছে। জমি ফেরত চাইতে গেলে তাকে এবং তার সাহায্যকারী আত্মীয় পরিজনদের প্রতিনিয়ত প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে ওই প্রতারক।

পিশার মৃত্যুতে পিসিকে না জানিয়ে জায়গা নিজের নামে করে নিলেন ভাইপো সুবীর পাল। ঘটনা কুঞ্জবন কলোনীপাড়া। ঘটনায় বিবরণে জানা যায়, কল্পনা পাল আচার্যের স্বামী রঞ্জিত কুমার পালের মৃত্যুর পর কল্পনা পাল আচার্যের বড় ভাইয়ের ছেলে সুবীর পাল পিসি কল্পনাকে না জানিয়ে সম্পত্তি নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে। ঘটনাটি পিসি কল্পনা আচার্য জানার পর হতবাক হয়ে পড়েন। বড় ভাইয়ের ছেলে সুবীর পালের বিরুদ্ধে নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানায় মামলা করেন নিজের জায়গা ফিয়ে পাওয়ার জন্য। পাশাপাশি কুঞ্জবন সেবক সংঘ ক্লাবের দ্বারস্থ হয়েছেন পিসি কল্পনা আচার্য। সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে করজোড়ে আবেদন জানিয়েছেন তার প্রয়াত স্বামীর জায়গা উত্তরাধিকার সূত্রে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। এদিকে কল্পনা পাল চৌধুরীর এক ভাই এ ব্যাপারে তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় তাকে এবং তার মেয়েকে প্রতিনিয়ত প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে প্রতারক সুবীর পাল।

প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সংকট লেগেই রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সংকট লেগেই রয়েছে। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লকের অধীনে নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের প্রজা বাহাদুর মলসুম পাড়ায় পানীয় জলের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এলাকার মানুষজন পরিশ্রুত পানীয় জল পাচ্ছে না। ফলে ওই সব এলাকার মানুষজনকে ছড়ার জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে এলাকায় যেকোনো সময় জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এলাকাবাসীদের দাবি মেনে রাজ্য প্রশাসন থেকে প্রজা বাহাদুর মলসুম পাড়ায় একটি পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করা হয়েছিল গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ওই পানীয় জলের উৎস দিয়ে নোনা জল বেরোতে থাকে। যার ফলে এলাকাবাসীরা ওই জল ব্যবহার করতে পারছে না। ওই জল লবণাক্ত হওয়ার কারণে প্রজা বাহাদুর এলাকার মানুষজন জল ব্যবহার করতে পারছে না। তাদের দাবি প্রশাসন যাতে তাদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে। অভিযোগ এডিসি প্রশাসন ওই জল সমস্যা নিরশনে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। উল্লেখ্য, প্রজা বাহাদুর মলসুম পাড়ার মানুষজনরা অধিকাংশই জুমিয়া পরিবার।

বক্সনগরে বিজেপির কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। শুক্রবার বক্সনগরে বেনিফিশারী ও কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিমা ভৌমিক রাজ্যের প্রতিটি মন্ডলে কার্যকর্তা ও বেনিফিশারী সম্মেলন কর্মসূচি করে যাচ্ছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার গোটা দিনব্যাপী বক্সনগর মন্ডলে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কার্যক্রম করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। শুক্রবার একদিনের এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সকাল ১১ ঘটিকায় মন্ডল ভিত্তিক মতিনগর কমিউনিটি হলে বেনিফিশারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রতিমা ভৌমিক বেনিফিশিয়ারি সম্মেলনের সূচনা করেন।তারপর সম্মেলনের অতিথি কার্যকর্তারা পুস্প স্তবক দিয়ে দলীয় প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়সহ ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর স্বাগত ভাষণ রাখেন বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা। তারপর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর নয় বছর সেবা ও সুশাসন পূর্তি উপলক্ষে মানুষের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেকটি বেনিফিশারী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কার্যকর্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দলের মধ্যে নতুন পুরাতনকে ভুলে গিয়ে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসতে চায় তাদেরকে দলে বরণ করে নিতে হবে।নেতৃত্বদের ব্যক্তিগত শত্রুতা কে দূরে রেখে বিভিন্ন দলের নিষ্ঠাবান কার্যকর্তাদের বিজেপি দলে শামিল করতে হবে। দলের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

পূর্তদপ্তরের উদ্যোগে মন্ত্রী ও বিধায়ককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬জুন।। শান্তির বাজার পূর্তদপ্তর নানান উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি বিগতদিনেও নানান সামাজিক কর্মসূচী করেযাচ্ছে। শুক্রবার পূর্তদপ্তরের উদ্দ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রিয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংকে সংবর্ধনা প্রদানকরাহয়। তার পাশাপাশি শান্তির বাজার মহকুমায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সেরা দশের মধ্যে স্থানাধিকারী ৪ জন কে সংবর্ধনা প্রদানকরাহয়। আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া রাজ্য সরাকরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসম্মুখে তুলেধরেন। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান রাজ্যে বিজেপি আই পি এফ টির জোট সরকার গঠনের পর ত্রিপুরাতে প্রধানমন্ত্রী অনেকবার এসেছেন যা বিগতদিনে দেখাযায়নি। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া উনার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসে ত্রিপুরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছেন। জি ২০ সম্মেলনে সারা বিশ্ব থেকে ১৯ টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতায় ত্রিপুরায় গুনগতমানের শিক্ষাব্যাবস্থা করাহয়েছে। এতেকরে লেখাপড়ার জন্য ও নার্সিং কোর্সের জন্য কাউকে বহিরাজ্যে যেতেহবেনা। মন্ত্রী উনার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজার মহকুমায় কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকারের অসুবিধাহলে সার্বিক সহযোগীতার হাতবারিয়ে দেওয়ার আশ্বাস প্রদানকরেন। পূর্তদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, পূর্তদপ্তরের এক্সিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাপস মারাক, প্রবীর বরন দাস সহ অন্যান্যরা।

কল্যাণপুরে গণবন্টন ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন মহকুমা প্রশাসনের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ জুন।। কল্যাণপুরে রেশন দোকান ঠিকঠাক ভাবে চলছে কিনা। গ্রাহকদের সঠিকভাবে বিভিন্ন জিনিসপত্র মিলছে কিনা। আজ হঠাৎ শুক্রবার দিনভর কল্যাণপুর ব্লক এলাকার ২৭ টি রেশন দোকানের বিভিন্ন খাতা পত্র মালা মাল সহ বিভিন্ন কিছু খতিয়ে দেখলেন মহকুমা প্রশাসনের টিম। এই টিমে ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার ডিসিএম অমিত রায় চৌধুরী এবং ফুড কন্টোলার শুভঙ্কর চৌধুরী সহ খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন অফিসাররা। উনারা এদিন সকাল থেকেই কল্যাণপুরের বিভিন্ন রেশন দোকানে খাতা পত্র খতিয়ে দেখেন মালামাল টিক রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেন পাশাপাশি গ্রাহকদের দের সাথে কথা বলেন। রেশন দোকান যাতে সঠিকভাবে সরকারি নিয়মে পরিচালিত হয় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মহকুমা প্রশাসনের টিম। শেষে ডিসিএম অমিত রায় চৌধুরী জানান, তেলিয়ামুড়া মহুকুমা প্রশাসনের অধীন কল্যাণপুরে এদিন ২৭ টি রেশন দোকানে সারপ্রাইজ ভিজিট করা হয়। রেশন দোকানগুলি সরকারের নিয়মে চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলা হয়। এমনিতেই ঈদের সুন্দরবন গুলি ভালোই চলছে কিন্তু কয়েকটি দোকানে দেখা যায় মাসের প্রথম দিকে সব মাল পাওয়া যায় না সে বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখছি। গ্রাহকদের সারর্থে আগামী দিনেও এমন অভিযান জারি থাকবে। সবাই যদি ঠিকভাবে স্টেশন সামগ্রী পান সেই দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। এমনকি এদিন কল্যাণপুরের উপজাতি এলাকায়ও রেশন দোকান ভিজিট করা হয়।

অসমে বন্যার কবলে ১১ জেলা, প্রভাবিত ৩৪.১৮৯ হাজার মানুষ

।। স্নিগ্ধা দাস।।

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : অসমে এ বছরের বর্ষা-মরশুমে প্রথম বন্যা পরিস্থিতি ধারণ করেছে সংহারী রূপ। ইতিমধ্যে রাজ্যের ১৭টি জেলা যথাক্রমে কামরূপ মেট্রো, কাছাড়, যোরহাট, নলবাড়ি, বিশ্বনাথ, দরং, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, লখিমপুর, তামুলপুর, ওদালগুড়ি, মরিগাঁও, শোণিতপুর, বাকসা, ডিমা হাসাও, করিমগঞ্জ এবং বঙাইগাঁও জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে।রাজ্যের ফ্লাড রিপোর্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এফআরআইএমএস)-এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, অসমে বর্ষা-মরশুমের প্রথম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১১ জেলার ১৭টি রাজস্ব সার্কলের ৭৭টি গ্রামের ৩৪ হাজার ১৮৯ জন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২,৩৭৪.৮০ হেক্টর কৃষিজমি।এফআরআইএমএস-এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, শিশু-মহিলা ও পুরুষ সহ বিশ্বনাথের ২,২৩১; দরঙে ৩,২৩১; ধেমাজিতে ১০৮৫; ডিব্রুগড়ে ৩,৮৫৭ এবং ওদালগুড়ি জেলার ২৬৯ জন বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়েছেন। অন্যদিকে, লখিমপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি ২৩,৫১৬ জন বন্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১১,২৭৫ জন পুরুষ, ১১,০২৬ জন মহিলা এবং ১,২১৫ জন শিশু। বন্যা কবলিত জেলাগুলিতে প্রভাবিত হয়েছে মোট ৯,১১৯টি গৃহপালিত পশু।

এদিকে অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) পৃথকভাবে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে ওই জেলাগুলি ছাড়াও মরিগাঁও, শোণিতপুর, বাকসা, ডিমা হাসাও, করিমগঞ্জ এবং বঙাইগাঁও জেলার বেশ কিছু নিম্নাঞ্চল বন্যার জলে ভাসছে বলে জানিয়েছে। এএসডিএমএ-র রিপোর্ট অনুযায়ী বন্যার জলে ওই সব জেলায় বাঁধ, রাস্তা, সেতু এবং অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।তবে এসমে এখন পর্যন্ত কোনও নদীই বিপদসীমার ওপরে প্রবাহিত হচ্ছে না। গুয়াহাটি-ভিত্তিক আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র (আরএমসি) বুধবার আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল।

ক্যাম্পেরবাজারে বিজেপির উদ্যোগে লাভার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। শুক্রবার বাধারঘাট বিধানসভার ক্যাম্পেরবাজার পঞ্চায়েত রাজ কমিটি হলে লাভার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নরেন্দ্র মোদীর নয় বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩০ শে মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বাধারঘাট বিধানসভার ক্যাম্পের বাজার পঞ্চায়েত রাজ কমিটি হলে লাভার্থী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনা রানী সরকার, বিধায়ক কিশোর বর্মন সহ অন্যান্যরা। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিগত নয় বছরে সরকার বহু উন্নয়নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলির সুফল জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে প্রতিটি রাজ্যে দলের তরফ থেকে এই প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই রাজ্যেও বিজেপির তরফ থেকে এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনই যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে দলীয় কার্য কর্তাদের কাজ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে আগুন

বাহরাইচ, ১৬ জুন (হি. স.): উত্তর প্রদেশের কায়সারগঞ্জ শহরে অবস্থিত এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার আগুন লাগার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে দমকল কর্মীদের খবর দেয়। খবর পেয়েই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন। লখনউ-বাহরাইচ রোডের কায়সারগঞ্জ কোতোয়ালি এলাকায় এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক রয়েছে। এদিন সকালে ব্যাংকটিতে হঠাৎই আগুন লাগে। ব্যাঙ্ক চত্বর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে নিরাপত্তারক্ষী শাখা ব্যবস্থাপককে খবর দেন। শাখা ব্যবস্থাপক বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানান। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সবাই আগুন নেভাতে শুরু করলেও খবর লেখা পর্যন্ত এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শুক্রবার আগরতলায় বোধজং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে উদ্বোধন হয় স্মার্ট ক্লাসের। ছবি নিজস্ব।

শান্তিরবাজারে বিরল প্রজাতির মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ জুন।। শান্তির বাজার মাছবাজারে বিরল প্রজাতির মাছ নিয়ে আসাকে কেন্দ্রকরে ব্যাপক কৌতুহল লক্ষকরাযায় লোকজনদের মধ্যে। শুক্রবার শান্তির বাজার মৎস্য ব্যাবসায়ীদের উদ্দ্যোগে ডম্বুর জলাশয় থেকে এক বিরল প্রজাতির মাছ নিয়ে আসাহয়। মৎস্য ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় এই বিরল প্রজাতির মাছটির নাম বাঘাইয়া মাছ। এটি ডম্বুর জলালয় থেকে কুনিজালের মাধ্যমে ধরাহয়েছে। মৎস্যব্যাবসায়ীরা ২০ হাজার ৭০০ টাকাদিয়ে এই মাছটি ক্রয়করে নিয়ে এসেছেন বলে জানান। এইমাছের ওজন ৩৫ কেজি বলে জানাযায়। মৎস্য ব্যাবসায়ী জানান এইমাছ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।